অজানিতার চিঠি

ষ্টিফান - - - -
স্যুইগের - - - -
LETTER - - - -
FROM AN - - -
UNKNOWN WOMAN

অনুবাদক
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

আশ্বিন
১৩৪৫

দাম আট আনা

মুদ্রাকর
ভেনাস্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫২-৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ

বিষাণ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র

করকমলেষু।

প্রবোধদা,

আমার লেখার প্রতি তোমার চিরদিনের দ্বিধাহীন পক্ষ-
পাতিত্ব। "অজানিতার চিঠি"র জন্য তুমি যা করেছো
—তা' আমার প্রতি তোমার সীমাহীন স্নেহেরই
পরিচয়। সেই স্নেহের অপরিশোধ্য
ঋণের ভার মাথায় নিয়ে,—
"অজানিতার চিঠি" আমি
তোমাকেই দিলাম। ছোট
ভায়ের কৃতজ্ঞতার
অঞ্জলি গ্রহণ
করো।

তোমার

বিধায়ক

আরম্ভের আগে

যাঁরা বিদেশী সাহিত্যের খবর রাখেন তাঁদের কাছে ষ্টিফান স্যুইগের নাম নতুন ক'রে বলতে যাওয়া—বিড়ম্বনা মাত্র। এই পরম শক্তিশালী লেখকটির কলমে—ঘটনার অভিনবত্বের সঙ্গে মিশেছে কাব্যের যাদু। 'অজানিতার চিঠি' তাই আমার মনকে এত দোলা দিয়েছিল।

অনুবাদের সর্ব্বত্রই আমি যথাযথরূপে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি। তা' সত্ত্বেও যদি কোথাও আমার নিজের দু একটী লাইন অনধিকার প্রবেশ লাভ ক'রে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য সাধনের জন্যই আমি তা' করতে বাধ্য হয়েছি।

লণ্ডন থেকে ষ্টিফান স্যুইগ—এইখানিকে অনুবাদ করবার জন্য আমাকে যে সানন্দ-সম্মতি প্রেরণ করেছেন—তার জন্য তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার নিবেদন করছি।

আর সব চাইতে যিনি আমাকে এই অনুবাদ কার্য্যে দিবারাত্র সাহায্য করেছেন—এই সঙ্গে তাঁর নামটা উল্লেখ না করলে আমার পক্ষে অত্যন্ত অবিচার ও অবিবেচনার কাজ করা হবে। তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী মৃণাল দেবী—আমার স্ত্রী। অতএব আজকে লিখিত-পঠিত ভাবে আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রে রাখলাম।

ওপরের প্রচ্ছদ পটখানি এঁকে দিয়েছে আমার পরম স্নেহভাজন শিল্পী শ্রীমান সুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য। তাকে আমার আন্তরিক কল্যাণ কামনা জানাচ্ছি। শ্রীমান্ কুমুদচন্দ্র মিত্রকেও আজকে আমার শুভকামনা জানাই, কেননা তারই তাগিদে বইটি আমি শেষ করতে পেরেছি।

১৭, বোসপাড়া লেন
কলিকাতা

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

অজানিতার চিঠি

সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক "আবু" ছুটির সামান্য দিন ক'টি পাহাড়ে কাটিয়ে ভিয়েনায় এসে যখন নামলেন,—তখন সবে ভোর। ষ্টেশন থেকে সেদিনকার একখানা সংবাদ পত্র কিনে তারিখের ওপর চোখ পড়তেই হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো যে আজকে তাঁর জন্মদিন! এ-ক-চ-ল্লি-শ বর্ষ তিথি! অকস্মাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত এই চিন্তাটা তাঁর মনে এল। কিন্তু এই উপলব্ধিতে তাঁকে আনন্দিত বা দুঃখিত মনে হলো না। একখানা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে তিনি বাড়ীর দিকে চললেন।

চাকর এসে জানাল যে তার মনিবের অনুপস্থিতে জন কয়েক লোক তাঁর খোঁজ করেছিল. তাছাড়া কেউ কেউ টেলিফোনেও ডেকেছিল। টেবিলের উপর একগাদা চিঠি পড়ে রয়েছে উন্মোচন-প্রতীক্ষায়। সেগুলোর দিকে উদাস ভাবে একবার তাকিয়ে পত্র প্রেরকের নাম দেখে দেখে তিনি তার দু একখানা খুলে দেখলেন এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা একটা পেটমোটা প্যাকেটকে তখনকার মত এক পাশে ঠেলে রেখে দিলেন। তারপর আরাম করে একখানা চেয়ারে বসে চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে

সংবাদপত্রখানা পড়া শেষ করলেন এবং সেই সঙ্গে কয়েকখানি ইস্তাহারও। তারপর সুস্থচিত্তে একটি সিগার ধরিয়ে ধীরে ধীরে তিনি অবশিষ্ট চিঠিগুলির দিকে মন দিলেন।

পেটমোটা প্যাকেটটায় যা ছিল, তাকে একখানা সাধারণ চিঠি বলার চাইতে পাণ্ডুলিপিই বলা ভাল। মেয়েলি হাতের লেখায় খুব তাড়াতাড়ি লিখে শেষ করা ডজন কয়েক পাতা। আবার তিনি পেটমোটা প্যাকেটটার ভেতর খোঁজ করলেন। কী জানি হয়ত কোন খামে মোড়া চিঠি রয়েছে এর সঙ্গে, তিনি দেখতে পান নি! কিন্তু, না—সে সব কিছুই নেই। এই পাণ্ডুলিপির কোনখানেই কোন স্বাক্ষর তো নেই-ই, এমন কি প্রেরকের ঠিকানা পর্য্যন্তও নেই। "আশ্চর্য্য ব্যাপার তো"! মনে মনে এই কথা উচ্চারণ ক'রে তিনি সেই অদ্ভুত পাণ্ডুলিপি খানি পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রথমেই লেখা আছে :—

"তোমাকে দিলাম
যে আমাকে কোনদিন চেনে না"

সাহিত্যিক বিরক্ত বোধ করলেন। একি কাণ্ড! একি তাঁকেই সম্বোধন ক'রে লেখা, না কোন কল্পিত ব্যক্তিকে? কিন্তু হঠাৎ তাঁর কৌতূহল জেগে উঠলো এবং নীচের চিঠিখানি ধীরে ধীরে তিনি পড়তে সুরু করলেন……

আমার ছেলেটি কাল মারা গেছে। গত তিন দিন আর তিন রাত্রি আমি কী যুদ্ধই না করেছি মৃত্যুর সঙ্গে তার ওই ছোট্ট একটুখানি জীবনের জন্য! ক্রমাগত চল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে যখন বেচারীর শরীর ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের দাহে পুড়ে যাচ্ছিল, তখন আমি তার

বিছানার পাশে বসে বসে তার কপালে বরফের ব্যাগ দিয়েছি, তার অস্থির হাত দুখানাকে চেপে ধরে রেখেছি। দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত। কিন্তু তৃতীয় দিনের রাত্রিতে আমি যেন আমার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেললাম। নিজের অজ্ঞাতে চোখ দুটো আমার আপনিই বন্ধ হ'য়ে এল—আর সেই শক্ত টুলটার ওপরেই আমি তিন চার ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়লাম। এই অবসরে মৃত্যু তাকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গেল! ওইতো আমার সোণার খোকা শুয়ে রয়েছে তার ছোট্ট বিছানায়—যেমন ভাবে সে মারা গেছে ঠিক তেমনি ভাবেই। শুধু তার চোখ দুটি এখন বোজা, তার সেই বুদ্ধিদীপ্ত গাঢ় কালো দুটি চোখ! হাত দুখানা বুকের ওপর আড়া আড়ি ক'রে রাখা, বিছানার চার কোণে জ্বলছে চারটি মোমবাতি। আমি চেয়ে দেখতেও পারছিনা—অথচ এখান থেকে উঠে যাবারও আমার সামর্থ্য নেই। বাতাসে বাতির শিখা গুলো কাঁপছে আর তাব কম্পমান ছায়া ওর মুখে, ওর বন্ধ ঠোঁট দুটির ওপর সরে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওর শরীরটা যেন একবার নড়ে উঠলো, ও যেন মরেনি, এখনি জেগে পরিষ্কার গলায় মিষ্টি ছেলেমানুষির স্বরে হয়ত কিছু একটা বলে উঠবে!··· কিন্তু হায়! আমি জানি—আমি জানি, সত্যি সত্যি ও আর বেঁচে নেই। না-না আমি আর চাইবো না ওর দিকে, বারে বারে আশা ক'রে আর আমি নিরাশ হতে চাইনা। আমি ঠিক জানি আমার খোকা কাল মারা গেছে। এখন এই বিশাল বিশ্ব পৃথিবীতে আমি একা। শুধু আমার তুমি আছো, যে তুমি আমাকে চেনোনা, যে তুমি মানুষ

আর বস্তুবিলাসে মগ্ন,—সেই কেবল তুমি আমার আছো। যে তুমি আমাকে কখনও চিনলে না আর আমি যাকে চিরকালই ভালবেসে এলাম, সেই তুমিই আছো আমার!

টেবিলে আর একটি বাতি জেলে নিয়ে আমি তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি। কারণ আমি আমার এই মরা ছেলের সঙ্গে একলা পারছি না থাকতে, তাই আমি কাউকে আমার সমস্ত অন্তর উজাড় ক'রে দিতে চাই। এবং এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে যে তুমি আমার ইহকাল পরকাল, সেই তোমাকে ছাড়া আর কাকে আমি মনের কথা বলবো গো! হয়ত আমি নিজেকে পরিষ্কার ক'রে তোমাকে খুলে দেখাতে পারবো না, হয়ত তুমিও পারবে না আমাকে বুঝতে!...মাথাটা বেশ ভারী ভারী লাগছে; কপালের শির দুটো দব্ দব্ করছে, ভয়ানক গা হাত পা কামড়াচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে আমার যেন জ্বর আসছে। এ অঞ্চলটায় যে রকম ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, হয়ত বা রোগের বিষ আমার শরীরেও ঢুকেছে! আমি একটুও দুঃখিত হবোনা, যদি আমি আমার ছেলের সঙ্গে যেতে পারি!... চোখের উপর মাঝে মাঝে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, হয়ত এ চিঠি-খানা আমি শেষও ক'রে যেতে পারবোনা! কিন্তু, কিন্তু তবু আমি এই মাত্র একবার আর শেষবার চেষ্টা করবো, তোমার সঙ্গে কথা কইতে। ওগো আমার প্রিয়তম, সেই-তুমি, যে তুমি আমাকে চেনোনা!

জীবনে এই প্রথমবার যাতে আমি সব কথা বলতে পারি, তাই তো আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই। যে জীবন কেবলমাত্র তোমারই জন্য ছিল আর যার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানো

না, সেই জীবনের সম্পূর্ণ কাহিনী আমি তোমাকে শোনাব। কিন্তু সেইদিনই তুমি আমার এই গোপন কাহিনী শুনতে পাবে, যেদিন আমি মরে যাবো ; যখন এই পৃথিবীতে এমন কেউ থাকবে না, যার কাছে তোমার সামান্য একটু কৈফিয়ৎও দিতে হবে ! তুমি তখনই জানবে সব কথা, যখন আমার জীবনের পরে সমাপ্তির কৃষ্ণ যবনিকা নামবে !..... কিন্তু আমি যদি না মরি, যদি আমার জর না আসে, তাহ'লে এ চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলবো, আর চিরকাল যেমন চুপ ক'রে থেকে এসেছি,—তেমনি চুপ করেই থাকবো।

কিন্তু যদি কখনও তোমার হাতে গিয়ে এই চিঠি পড়ে তাহ'লে মনে ক'রো যে একটি মরা মেয়ে তোমাকে তার জীবন কাহিনী শোনাচ্ছে ! এমন একটি জীবন, যার প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রত্যেকটি চেতনাময় মুহূর্ত্ত তোমারই জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। আমার কাহিনী শুনে তুমি যেন ভয় পেয়ো না। মৃতা স্ত্রীলোকতো কিছুই চায় না প্রিয়; চায় না প্রেম, চায় না সহানুভূতি, চায় না সান্ত্বনা। শুধু আমার একটি মাত্র অনুরোধ আছে তোমার কাছে। যে বেদনার বেগ আজ আমাকে বাধ্য করছে তোমার কাছে আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে,—তাকে তুমি বিশ্বাস কোরো। আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাইছি না, শুধু আমার কথাগুলো তুমি বিশ্বাস করো। আমি একটুও মিথ্যা বলবো না, কারণ মা কখন মৃত সন্তানের পাশে বসে মিথ্যা কথা বলে না !

আমি আমার সমস্ত জীবন কাহিনী তোমাকে বলছি। যে জীবন —তোমাকে যেদিন আমি প্রথম দেখি, তার আগে আরম্ভই হয় নি। যতদূর আমি মনে করতে পারি তা হচ্ছে একখানি অপরিচ্ছন্ন ঘর যেখানে আমি থাকতাম, চারধারে ছিল শুধু ধুলো, অস্বাস্থ্যকর

পরিবেশ, আর ততোধিক নোংরা প্রতিবেশী। এমন একটা জায়গা, যার সঙ্গে আমার হৃদয়ের সংযোগ ছিল না। তুমি যখন প্রথম আমার জীবনে এলে, আমার বয়স তখন মাত্র তেরো। যেখানে আজ তুমি বাস কর, আমি ওই বাড়ীতেই থাকতাম; ঠিক ওই বাড়ীতেই, যে বাড়ীতে বসে আজ তুমি আমার চিঠি পড়ছো! আমার শেষ নিঃশ্বাস-বিজড়িত জীবন কাহিনীর চিঠি। একই ফ্ল্যাটে আমরা বাস করতাম। আমাদের দরজা ছিল তোমার দরজার ঠিক সামনে! আমাদের কথা নিশ্চয় তোমার মনে নেই? নিশ্চয় তুমি এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের বিধবা স্ত্রী আর তাদের কিশোরী মেয়েটিকে ভুলে গেছো! সত্যি, এতই নীরবে থাকতাম আমরা! তুমি আমাদের নামও যে জানতে এমনও মনে হয় না, তার কারণ আমাদের সদর দরজায় কোন রকম নাম-ফলক ছিলনা বা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লোকজনও বিশেষ কেউ আসতো না! তা ছাড়া হয়েও গেছে অনেক দিন—প্রায় পনের ষোল বছর হবে। তোমার মনে রাখা বাস্তবিকই অসম্ভব। কিন্তু আমি,—আমি গভীর প্রেমের সঙ্গে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি মনে করতে পারি। আমার মনে পড়ে সেইদিন, সেই মুহূর্ত্ত, যখন আমি প্রথম তোমার কথা শুনি আর তোমাকে দেখি! একটু ধৈর্য্য ধর প্রিয়তম, আমাকে এর প্রথম থেকে শেষ অবধি বলতে দাও! এই সামান্য সময়ের কাহিনী-টুকু শুনতে গিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে উঠো না তুমি! আমি তো কই ক্লান্ত হ'য়ে উঠিনি, সারাজীবন ধরে তোমাকে ভালবেসে!

তুমি আসবার আগে যারা ওই ফ্লাটে বাস করতো, লোক হিসাবে তারা ভাল ছিল না; সর্ব্বদাই কলহ করতো। তারা নিজেরা দরিদ্র হলেও আমাদের দারিদ্র্যকে ঘৃণা করতো। বাড়ীর

কর্ত্তাটী ছিল অত্যন্ত মাতাল, এবং সে তার স্ত্রীকে ধরে মারতো। বহুদিন আমরা গভীর রাত্রে চেয়ার ছোঁড়া আর কাঁচের বাসন-পত্র ভাঙ্গার শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠতাম। একদিন সে তার স্ত্রীকে এমন মেরেছিল যে, রক্ত বার না হওয়া অবধি নিরস্ত হয়নি। বৌটী প্রাণভয়ে চীৎকার করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামতে লাগলো। তার চুলগুলা সব খুলে পড়েছে ; গাময় রক্তের দাগ। পেছনে পেছনে কদর্য্য ভাষায় গাল দিতে দিতে আসছিল তার স্বামী। ব্যাপারটা বোধ হয় গড়াতো অনেক দূরেই , কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে পাড়ার লোকজন সব এসে পড়লো, এবং পুলিশে খবর দিল। এই সব ব্যাপারে করবার কিছুই নেই বলে আমার মা চুপ করে থাকতেন। শুধু তিনি আমাকে ওদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি খেলবো না বল্লে তারা আমাকে নির্য্যাতন করতে ছাড়তো না। রাস্তায় আমাকে দেখতে পেলে গালাগালি দিত। এমন কি একবার তারা আমাকে একটা খেলার বল ছুঁড়ে মারতে আমার কপাল কেটে রক্ত বেরিয়েছিল। বাড়ীর অন্য বাসিন্দারা সকলেই তাদের ঘৃণা করতো। কাজেই কী একটা ব্যাপার হওয়াতে যখন তারা এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেল, তখন যেন আমরা সহজেই নিঃশ্বাস নিতে পারলাম। মনে হয় কর্ত্তাটি চুরীর অপরাধে—গ্রেপ্তার হয়েছিল। আবার দিন কয়েকের জন্য সদর দরজার উপর ঝুলতে লাগলো সেই 'To Let' লেখা সাইন বোর্ড খানি। তারপর আবার একদিন সেটিকে নামিয়ে নেওয়া হলো এবং আমাদের 'কেয়ার-টেকার' জানালো যে বাড়ীটি

একজন ঔপন্যাসিক ভাড়া নিয়েছেন। তিনি অবিবাহিত, মনে হয় ঠাণ্ডা মেজাজের লোকই হবেন। এই প্রথম,-হ্যাঁ এই প্রথম আমি তোমার নাম শুনলাম।

দিন কয়েকপরে সমস্ত ফ্ল্যাটটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হলো, চিত্রকর এবং গৃহ-সজ্জাকর প্রভৃতি সকলে এলো। যদিও তারাও বেশ গোলমাল করেছিল, কিন্তু আমার মা তাতে অখুসী না হ'য়ে বরং খুসীই হয়েছিলেন এই ভেবে, যে পাশের বাড়ীর চিরকেলে গোলমেলে ব্যাপারটার চির অবসান ঘটলো! এই বাড়ী-বদলের সময়টায় কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে পাইনি। বাড়ী সাজানো-গোছানো প্রভৃতি দেখাশোনা করতো তোমার সেই পাকাচুলওয়ালা বেঁটে চাকরটি। তত্ত্বাবধানের মধ্যে তার এমন একটা আদব-কায়দা-দুরস্ত গাম্ভীর্য্য ছিল, যে দেখলেই মনে হোত বহুকাল থেকে সে ভদ্র পরিবারের চাকরীতে অভ্যস্ত। সে পাকা ব্যবসাদারের মত এমন ভাবে সব ব্যবস্থা করে ফেললো যে আমরা সকলেই রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। আমাদের সহরতলীর ফ্ল্যাটগুলিতে এই ধরণের উচ্চ শ্রেণীর গৃহস্থের প্রবেশ সম্পূর্ণ নূতন। তা ছাড়া তোমার সেই চাকরটি ছিল অতিরিক্ত রকমের ভদ্র,—মানে পথে ঘাটে অজস্র দেখতে পাওয়া চাকর-বাকরদের সঙ্গে তার কোনখানেই কোন মিল ছিলো না! প্রথম থেকেই সে আমার মায়ের সঙ্গে ভদ্রমহিলার মত ব্যবহার করতো, এবং আমি তখন ছোট হ'লেও আমার প্রতিও তার ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব ছিল না। তোমার নামোল্লেখের প্রয়োজন হ'লে সে এমন ভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করতো যে দেখলেই মনে হতো, তোমার প্রতি তার মনোভাব

অভিভাবকের মনোভাব। এই সব কারণে আমি বুড়ো জনকে বড্ড ভালবাসতাম, যদিও সে তোমাকে দিবারাত্রি দেখতে পাচ্ছে আর সেবা করছে বলে, তাকে আমি হিংসাও কম করতাম না।

তুমি কি জান, কেন আমি এই সব তুচ্ছ ঘটনা তোমাকে শোনাচ্ছি? আমি তোমাকে বোঝাতে চাই যে যদি তখন আমি ছোট্ট লাজুক আর ভীরু মেয়ে ছিলাম,—তবুও, তখন থেকে, সেই প্রথম দিন থেকেই তোমার ব্যক্তিত্ব আমার মধ্যে কি রকম ভাবে কাজ করছিল! তোমাকে সত্যি সত্যি দেখবার আগে, আমার কল্পনায় তোমার মাথার পেছনে ছিল একটা গোল জ্যোতির ছটা, তুমি ছিলে ঐশ্বর্য্য, বিস্ময় আর রহস্যের ছায়ায় প্রচ্ছন্ন। জীবন সঙ্কীর্ণ হ'লে তাতে যেমন থাকে না কোন বৈচিত্র্য, এখানকার অধিবাসীদের জীবন ছিল সেই রকম বৈচিত্র্যহীন। তাই আমরা আমাদের সহরতলীর ছোট্ট ঘরে বসে অধীর আগ্রহে তোমার শুভ গৃহ প্রবেশের অপেক্ষা করছিলাম। আমার নিজের কথা বলতে পারি যে একদিন বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে তোমার বাড়ীর দরজায় যখন আসবাব পত্রের গাড়ী খানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তখন আমার কৌতুহলের মাত্রা একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল। ভারী ভারী আসবার পত্র সব তখন নামানো হয়ে গিয়েছিল কেবল ছোট ছোট জিনিষ গুলো নিয়ে মুটেরা ছিল ব্যস্ত। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম তোমার আসবার পত্রের বৈচিত্র্য। কতই না তফাৎ তোমার ব্যবহার্য্য জিনিষের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার্য্য জিনিষের! তার মধ্যে ছিল ভারতীয় প্রতিমূর্ত্তি, ইতালীয় ভাস্কর্য্য, আর বড় বড় রঙ্গীন ছবি। সবশেষে এল বই,—কী সুন্দর সুন্দর বই! আমার কল্পনার চেয়েও সেগুলো অনেক বেশী ছিল সংখ্যায়!

দরজার কাছে স্তূপীকৃত হ'য়ে সেগুলো পড়ে ছিল আর তোমার সেই চাকরটি সেগুলোকে একখানা—একখানা ক'রে তুলে ধূলো ঝেড়ে পরিষ্কার করছিল! আমি চুপ ক'রে সেই ক্রমবর্দ্ধমান স্তূপের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তোমার চাকর অবশ্য আমাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়নি, কিন্তু সে আমাকে উৎসাহিতও করেনি। তাই আমি ভয় পাচ্ছিলাম তোমার ওই বইগুলো একবারটি ছুঁয়ে দেখতে! ভয়ে ভয়ে চেয়ে একবার তোমার বইগুলোর নাম পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু!—না! উপায় নেই! অনেকগুলিই তার ফরাসী আর ইংরাজী ভাষায় লেখা, এবং আরও অনেক এমন সব ভাষা যার আমি একটা বর্ণও চিনিনে। হয়ত আমি এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বইগুলোর দিকে চেয়ে কেবল দাঁড়িয়েই থাকতাম; কিন্তু সেই সময় মা ডাকলেন। তাই আমাকে ভেতরে চলে যেতে হল।

যদিও তোমাকে তখনও চোখেই দেখিনি, তবুও সমস্ত রাত্রি ধরে তোমার কথাই কেবল ভাবতে লাগলাম। জানি কার্ডবোর্ডে বাঁধানো মাত্র ডজন খানেক বই আমার নিজের ছিল, পৃথিবীর যে কোন বস্তুর চেয়ে সেগুলো আমার বেশী প্রিয় ছিল। আমি ক্রমাগত কেবল সেই গুলোই ফিরে ফিরে পড়তাম। তাই আমি অবাক হ'য়ে চিন্তা করতে লাগলাম, না জানি সেই লোকটি কেমন—যার এত বই, যে এত পড়েছে,—এতগুলো ভাষা যে জানে, যে এত ধনী আর এত বড় পণ্ডিত? এত বেশী বইয়ের ধারণা আমার মনে তোমার প্রতি একটা অপার্থিব গভীর শ্রদ্ধার সঞ্চার করলো। আমি মনে মনে তোমার একটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করতে লাগলাম। তোমার নিশ্চয়ই অনেক বয়স হয়েছে, মানে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক—চোখে চশমা, গালে লম্বা লম্বা শাদা দাড়া, ঠিক আমাদের ইস্কুলের ভূগোলের মাষ্টার

মশায়ের মত। তবে তুমি তাঁর চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু, দেখতেও সুন্দর, আর ভদ্রও একটু বেশী। কেন জানিনা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে দেখতে তুমি সুন্দর হবেই, কারণ আমি তোমাকে বৃদ্ধ বলে ধ'রে নিয়েছিলাম। ঠিক সেইদিন রাত্রে প্রথম আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখলাম।

তারপরদিন নতুন বাড়ীতে তুমি এলে; দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিও আমি সেখানে দাঁড়িয়েই ছিলাম, তবু তোমার মুখ দেখতে পেলাম না, এবং এই ব্যর্থতা তোমার দর্শনাকাঙ্খাকে আমার মনে শতগুণ বাড়িয়ে দিলো। অবশেষে তৃতীয় দিনের দিন আমি তোমাকে দেখতে পেলাম। আমার শিশু মনের কল্পনায় গড়া সেই আদ্যিকালের বুড়োর সঙ্গে তোমার চেহারার একটুও মিল নেই দেখে কি অবাক যে আমি তখন হয়েছিলাম! মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যে তুমি একজন চশমা-পরা সদাশয় গোছের লোক হবে। কিন্তু তোমার চেহারা—এখন তুমি দেখতে যে রকম—তখনও ঠিক এই রকমই ছিলে—, এমনই তোমার চেহারা যে, তাতে একটিও কালের স্বাক্ষর পড়েনি। ফিকে কটা রংয়ের একটা দামী স্যুট তোমার পরণে ছিল, আর ঠিক ছেলেমানুষদের মত অবলীলাক্রমে তুমি দুটো সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে ওপর তলায় উঠেছিলে; চলাফেরায় তোমার এই সহজাত বৈশিষ্ট্যটুকু আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি। মাথার টুপিটা তোমার হাতে ছিল; অবর্ণনীয় বিস্ময়ে আমি তোমার উজ্জ্বল সুন্দর মুখ আর যৌবন-দীপ্ত চুলগুলি দেখতে লাগলাম। তোমার ওই প্রাণ-চঞ্চল সুন্দর কৃশতনু আমার মনে এক অপূর্ব্ব অনুভূতির সঞ্চার করলো। আমি দেখতে পেলাম দুটি বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ তোমার মধ্যে এক হ'য়ে মিলে গেছে। তার একজন তরলহৃদয় উৎসাহী

তরুণ যে ভালবাসে খেলাধূলা আর অসমসাহসিকতা ; আর একজন গম্ভীর প্রকৃতির চারুকলা-অনুরাগী মানুষ, পাণ্ডিত্য যার অসাধারণ, দায়িত্ববোধ যার সদাজাগ্রত। নিজের অজান্তেই আমি আবিষ্কার করলাম যে তুমি দুটি জীবন-যাত্রার পরিচালক,—যারা তোমাকে চেনে তারাও বোধহয় ঠিক ঐ কথাই বলবে। তোমার এই দ্বিসত্তার একটি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত—জনসাধারণের অভিনন্দনে—ধন্য, অন্য সত্তা পৃথিবীর প্রতি বিমুখ—একান্তমনে অন্তর্মুখী হ'য়ে গভীর তপস্যা-নিমগ্ন।

আমি সামান্য একটী তেরো বছরের ছোট মেয়ে তোমাকে ভালবেসে প্রথম দর্শনেই তোমার ওই দ্বি-সত্ত্বাবিশিষ্ট অস্তিত্বের সুগভীর রহস্যটুকু জেনে ফেললাম. একি সহজ কথা ?

এখন কি বুঝতে পারলে, সেই ছোট্ট শিশুর মনে তুমি কী পরম বিস্ময় বহন ক'রে এনেছিলে ? তুমি এমন একজন মানুষ যার নাম লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে—কারণ সে একজন গ্রন্থকার এবং জগদ্বিখ্যাত মানুষ। কিন্তু তুমি আমার কাছে হ'য়ে রইলে একটি পঁচিশ বছরের যৌবনদীপ্ত কলহাস্য মুখর যুবকের মত। আমার সেদিনের বিধি নিষেধের বেড়া দেওয়া জীবনে তুমিই যে ছিলে আমার একমাত্র ঔৎসুক্যের বস্তু এটা বোধ হয় নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ? একটি তেরো বছরের মেয়ের অনুরাগ-রঙীন জীবন—তোমার জীবনকে কেন্দ্র ক'রে অবিরাম আবর্ত্তিত হতে লাগলো। আমি তোমাকে লক্ষ্য করতাম, তোমার ছোট খাটো অভ্যাসগুলি লক্ষ্য করতাম, যারা বাইরে থেকে তোমার কাছে আসতো—তাদেরও লক্ষ্য করতাম। এসবই তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বকে বাড়িয়ে দিয়ে গেল। তোমার কাছে আসা

আগন্তুক দলের বিভিন্নতা থেকেই তোমার স্বভাবের দুটো দিক বেশ স্পষ্টই বোঝা যেত। তাদের মধ্যে থাকতো যুবক,—তোমার বন্ধুবান্ধব,—অযত্ন সজ্জিত ছাত্রের দল, যাদের সঙ্গে তুমি হাস্য পরিহাসে সময় কাটাতে, আবার কয়েকটি মহিলাকেও মোটরে চেপে আসতে দেখেছি। একদিন অপেরার কণ্ডাক্টারকে—সেই বিখ্যাত মানুষটিকে ব্যাটন হাতে ক'রে আসতে দেখলাম—যাঁকে সেইদিনের পূর্ব্বে মাত্র আর একদিন দূর থেকে দেখেছিলাম। তোমার কাছে যারা আসতো তরুণীর সংখ্যাই ছিল তাদের মধ্যে বেশী। যারা এখনও কমার্শিয়াল স্কুলে পড়ছে—সেই সব তরুণীর দলকেই দেখতাম লাজ-আরক্ত মুখে চট্ ক'রে তোমার বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়তে। বলতে কি তোমার আলাপিতের বেশীর ভাগই ছিল মেয়ে। এসব দেখে আমি কিছুই মনে করতাম না। এমন কি একদিন সকাল বেলায় স্কুলে যেতে যেতে যখন একটি ঘন ঘোমটাবৃতা মহিলাকে তোমার ফ্ল্যাট থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে আসতে দেখলাম—তখনও না। তখন আমার বয়স মাত্র তেরো বছর। নাবালিকার অপরিণত বুদ্ধিতে এটা মোটেই ধরা পড়েনি যে, যে ব্যগ্র-ব্যাকুলতার সঙ্গে আমি তোমাকে তন্ন তন্ন ক'রে লক্ষ্য করছি—তার নাম প্রেম।

কিন্তু কবে আমি আমার সমস্ত অন্তর সজ্ঞানে তোমাকে নিবেদন করলাম সেই দিন আর মুহূর্ত্তগুলিকে এখনও আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি। একটি স্কুলের বান্ধবীর সঙ্গে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম—এবং ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলছিলাম। একখানি মোটর এসে দাঁড়াল, তুমি তার ভেতর থেকে লাফিয়ে নেমে এলে, সেই অধীর চঞ্চল ভঙ্গী, যা কখনও আমার

খারাপ লাগে না। তুমি যখন ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়ালে—তখন কেন জানিনা হঠাৎ আমার অদম্য ইচ্ছা হ'ল—তোমার জন্য দরজাটা খুলে ধরতে এবং এই ইচ্ছাই আমাকে তোমার পথে এমন ভাবে টেনে নিয়ে এল—যে তুমি আর আমি ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছিলাম। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে মনোহর ভঙ্গীতে তুমি আমার দিকে চাইলে। সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল আলিঙ্গনের উত্তাপ, ছিল প্রেম-স্পর্শের অসহ্য পুলক। তুমি মৃদুভাবে, হ্যাঁ, মৃদু-ভাবেইতো,—আমার দিকে চেয়ে হেসে ধীরে ধীরে,—না—না, চুপি চুপি বললে—"অনেক ধন্যবাদ!"

মাত্র এইটুকুই ঘটনা। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত থেকে—যে মুহূর্ত্তে তুমি আমার দিকে মৃদুভাবে চেয়ে চুপি চুপি কথা কইলে—আমি তোমার হ'য়ে গেলাম। পরে,—খুব পরে নয়,—আমি বুঝতে পেরেছিলাম—যে সব মেয়ে তোমার সংস্পর্শে আসে, তাদের প্রত্যেকেরই প্রতি তুমি অমনি ভাবেই চাও,—নারী জাতির প্রতি তোমার চাওয়ার ভঙ্গীই ওই। আলিঙ্গনময়,—প্রলোভনময় সে চাউনি,—জন্মগত লাম্পট্যের প্রতীক সে চাউনি। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি এমনি ভাবেই চাও সেই সব পণ্য-বালিকার দিকে, যারা দোকানে তোমাকে জিনিষ পত্র বেচে,—চাও সেই সব দাসী মেয়ের দিকে—যারা তোমার দরজা খুলে ধরে। এই সব মেয়েকে পাওয়ার কামনায় যে তুমি সজ্ঞানে এমন কর—তা নয়, তোমার চোখ যখনই কোন মেয়ের ওপর গিয়ে পড়ে, তখন তোমার যৌন-প্রবৃত্তিই তোমার দৃষ্টি ক'রে তোলে উত্তপ্ত কামনা-মদির, স্নিগ্ধ, আর আলিঙ্গনময়। অবশ্য তেরো বছর বয়সেই আমি এত কথা জানতে পারিনি। তোমার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতেই

আমার মনে হ'ল আমি যেন সন্থ সন্থ অগ্নি-স্নান ক'রে উঠলাম। মনে হ'ল-তোমার দৃষ্টির ওই স্নিগ্ধতা ওতো আমারই,—একমাত্র আমারই জন্য। এবং এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই অর্দ্ধমুকুলিতা বালিকার মধ্যে পূর্ণপ্রস্ফুটিতা নারী জেগে উঠলো। সেই নারী জেগে উঠলো—সমস্ত আগামী কাল ভ'রে যে একমাত্র তোমারই হ'য়েছিলো।

—ও কেরে? আমার সহপাঠিনী জিগ্যেস করলো। প্রথমে আমি কোন জবাবই দিতে পারলাম না। আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে তোমার নাম উচ্চারণ করতে আমি পারছি না। ওই নামটি যেন আমার কাছে অত্যন্ত পবিত্র, অত্যন্ত গোপন সম্পদ হ'য়ে উঠেছে।—"ইয়ে—উনি এই বাড়ীতেই থাকেন—একজন ভদ্রলোক।" বোকার মত উত্তর দিলাম। "তবে যখন উনি তোর দিকে চাইলেন—তখন তুই টক্ টকে লাল হ'য়ে উঠলি কেন?" একগুঁয়ে ছোট ছেলের মত আমার সঙ্গিনী প্রশ্ন করলো। আমার মনে হ'ল—ও যেন আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। ও যেন আমার সমস্ত গোপনতা জেনে নিতে চায়। অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললাম—"বোকা কোথাকার!" সে ঠাট্টাচ্ছলে হাসতে লাগলো আর অসহ্য রাগে আমার চোখে এল জল। আমি ওর দিকে না চেয়ে দৌড়ে উপর তলায় চলে গেলাম।

সেইদিন থেকে আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি বেশ জানি মেয়েদের মুখ থেকে তারা যে তোমাকে ভালবাসে এ কথা শুনতে তুমি অভ্যস্ত আছ। কিন্তু আমার মত তোমাকে এমন ভাবে,—এমন দাসী-মনোবৃত্তিতে, এমন কুকুরের মত আনুগত্যে,—এমন সমস্ত কিছু নিঃশেষে সমর্পন ক'রে—বোধ হয় আর কেউ ভাল-

বাসেনি। কিশোরী মেয়ের এই অলক্ষ্য প্রেমের সঙ্গে বোধ হয় আর কোন কিছুরই তুলনা চলে না। এ প্রেম যেমন অসহায়, তেমনি অর্থপূর্ণ, যেমন ধৈর্য্যশীল, তেমনি প্রগাঢ়। পূর্ণ যুবতীর কামনাঘন প্রেমের মত বুভুক্ষু এই প্রেম। বন্ধুবিহীন ছেলেমেয়েরা ছাড়া এই প্রেমকে আর কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। এই সঞ্চিত প্রেমকে তারা দলে মিশে বিনষ্ট করে—গোপন কথার আদান প্রদানে বিলুপ্ত ক'রে ফেলে। তারা প্রেমের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে এবং পড়েও কিছু কিছু বুঝেছে। তারা জানে যে এই প্রেম একদিন সকলের জীবনেই আসবে। তারা সামান্য একটা খেলনার মত এই প্রেমকে নিয়ে খেলা করে, ছেলেরা যেমন তাদের প্রথম সিগারেট নিয়ে গর্ব্ব অনুভব করে, তারাও এই প্রেমকে নিয়ে তাই করে। কিন্তু আমার তো কোন গোপন কথার সাথী ছিল না। আমাকে কেউ শিখিয়েও দেয়নি, সাবধানও ক'রে দেয়নি। আমি ছিলাম অনভিজ্ঞ আর অসন্দিগ্ধ। ছুটে চললাম—দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্যা হ'য়ে ভাগ্যের চরম পরিণামের পথে। যা কিছু ঘটতো আমার আশে পাশে—আর আমার জীবনে,—সবই আমার কল্পনালোকে তোমাকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরতো।

বাবা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন, মাও সাংসারিক অর্থকৃচ্ছ্রতা আর দুঃখ কষ্ট ছাড়া অন্য দিকে মন দেবার সময় পেতেন না। সামান্য পেন্সনের টাকা ক'টি দিয়ে তাঁকে সংসার চালাতে হতো, কাজেই যৌবনোন্মুখী কন্যার তিনি ভালভাবে খোঁজ রাখতে পারতেন না। আমার সহপাঠিনী যারা,—তারা অর্দ্ধ-শিক্ষিত আর অর্দ্ধ-কলুষিত, আমার এই পরম প্রেমের প্রতি তাদের কোনই সহানুভূতি ছিল না। ফল হ'ল এই যে আমার

সমস্ত উদ্বেলিত চিন্তাধারা তোমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল, আমার বয়সী মেয়েরা সাধারণতঃ যা নিয়ে খেলা করে। তুমি আমার হ'য়ে গেলে, সারাজীবনের জন্য তুমি আমারই হ'য়ে গেলে। তুমি কোন রকমেই যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নও তার প্রতি আমারও কোন রকম মোহ অথবা আকর্ষণ রইলো না। তুমি কী গভীর পরিবর্ত্তনই যে এনে দিলে আমার জীবনে। স্কুলে আমি পড়া শুনায় অত্যন্ত অমনোযোগী ছিলাম - কেউ চিনতো না আমাকে। কিন্তু হঠাৎ আমি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়ে গেলাম। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আমি বইয়ের পরে বই পড়ে যেতাম—একমনে অনন্যচিত্তে,—কারণ আমি জানি তুমি বই পড়তে ভালবাসো। তুমি গান-বাজনার ভক্ত এই চিন্তা যেদিনই আমার মনে প্রথম উদয় হ'ল—সেদিন থেকেই আমি পিয়ানো শিখতে আরম্ভ করলাম। আমার মা এতে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তোমার চোখে পাছে আমার পরিচ্ছদের জীর্ণতা ধরা পড়ে, এই ভয়ে আমি সর্বদা আমার কাপড় সেলাই ও রিপু করে রাখতে লাগলাম। আমার স্কুলের পোষাকের এক জায়গায় একটি চৌকোণা সেলাই ছিল, পাছে সেই দীনতা তোমার চোখে পড়ে—সেইজন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় আমি আমার স্যাচেল্ দিয়ে সেই জায়গাটাকে ঢেকে রাখতাম। কখন তুমি দেখে ফেলো—সেই ভয়ে আমি কাঁটা হয়ে থাকতাম। হায়রে! কী বোকাই যে আমি ছিলাম তখন! তুমি কিন্তু তারপরে একদিনও আমার দিকে ফিরে চাওনি!

তবুও আমার দিন কাটতে লাগলো তোমার জন্য অপেক্ষা করে আর তোমাকে দেখে দেখে। আমাদের সদর দরজায় একটি যিশুর মূর্ত্তি ছিল, তারি ফাঁক দিয়ে তোমার দরজার সামান্য একটুখানি

দৃষ্টিগোচর হ'ত। তুমি যেন হেসোনা প্রিয়,—সেই ছিদ্র পথে চোখ রেখে যত মুহূর্ত্ত আমার কেটেছে, তার জন্য আজও আমি একটুও লজ্জিত নই। আমাদের বড় ঘরটা ছিল বরফের মত ঠাণ্ডা আর তা ছাড়া মায়ের সন্দেহ জাগারও ভয় ছিল মনে মনে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই হাতে করে কত সুদীর্ঘ রাত্রি যে আমার কেটেছে—তা বলবার নয়। অপেক্ষা করে থাকতাম সুর-বাঁধা বীণার মত—তোমার নৈকট্যের স্পর্শ পেয়েই যে বীণা সঙ্গীতে মুখর হ'য়ে উঠবে। আমি চিরকালই তোমার কাছে কাছে আছি। কিন্তু তুমি, আমার দিকের চাইতেও বোধ করি তুমি বেশী সচেতন ছিলে তোমার পকেটের ঘড়িটার দিকে। যে ঘড়ি দিনরাত্রি বিশ্বাসী ভৃত্যের মত তোমার সময় গণনা করছে, তার অশ্রুত টিক্ টিক্ ধ্বনি নিয়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছে।

আমি তোমার সব জেনে ফেলেছিলাম। তোমার প্রত্যেকটি ছোট খাটো অভ্যাস,—প্রত্যেকটি নেকটাই। যে স্যুটগুলো তুমি পরতে তার প্রত্যেকটিই ছিল আমার চেনা। শীগ্গিরই আমি তোমার অভ্যাগতদের চিনে ফেললাম,—এবং তাদের মধ্যে আমার ভাল লাগা—না ভাল লাগারও শ্রেণী বিভাগ করে ফেললাম। আমার তেরবছর থেকে ষোলবছর বয়সের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই ছিল তোমাতে নিবেদিত।······কোন্ ছেলেমানুষিটা আমি করিনি? যে দরজার হাতলকে তুমি স্পর্শ করেছো আমি তাকে চুমো খেতাম,—তোমার ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরো আমি কুড়িয়ে রাখতাম,—তা আমার কাছে কত পবিত্র মনে হতো—কারণ তোমার দুখানি ঠোঁট তাকে চেপে ধরেছিল। যাতে আমি তোমার অদৃশ্য অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে পারি,—এই জন্য

রাত্রিতে বহুবার আমি ছুটে বাইরে গিয়ে দেখে আসতাম কোন ঘরে তোমার আলো জ্বলছে কিনা। সপ্তাহের মধ্যে যে কয়েকদিনের জন্য তুমি বাইরে যেতে,—(যখনই দেখতাম বুড়ো জন্ তোমার বড় বাক্সটা কাঁধে ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখনই আমার বুকের স্পন্দন থেমে আসতো) সে কদিন জীবন আমার অর্থহীন বলে বোধ হতো। চুপ ক'রে বসে বসে শূন্য মনে ভাবতাম—কি করলে কোন উপায় অবলম্বন করলে আমি মায়ের কাছে আমার এই চোখের জলের বিশ্বাসঘাতকতার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো ?

আমি জানি আমার এই চিঠি তোমার কাছে শুধু একটি বালিকার রঙিন অপরিণামদর্শিতা আর যুক্তিহীন ভাবপ্রবণতার সাক্ষ্য হয়ে রইল। এজন্য অবশ্য আমার লজ্জিত হওয়া উচিত, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি একটুও লজ্জাবোধ করতে পারছি না। কারণ এই সময়টাতেই আমার প্রেম ছিল সব চাইতে পবিত্র আর প্রগাঢ়। কী করে আমি তোমার লক্ষ্যের বাইরে থেকেও তোমার সঙ্গে বাস করতাম, সে কাহিনী আমি দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত তোমায় শোনাতে পারি। সত্যি সত্যিই তুমি আমাকে জানতে না। তোমার সঙ্গে সিঁড়িতে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে, মাথাটা নীচু ক'রে আমি ছুটে পালিয়ে আসতাম সে শুধু তোমার ওই জ্বলন্ত দৃষ্টির ভয়ে। অতীতের যে বৎসরগুলিকে তুমি অনেক দিন হ'ল ভুলে গেছ, দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত আমি তোমাকে তার গল্প শোনাতে পারি। তোমার জীবনের গুটিয়ে রাখা সমস্ত দিনপঞ্জিগুলিকেই আমি খুলে তোমাকে দেখাতে পারি। কিন্তু আমি এই সব বাজে কথার বোঝা দিয়ে তোমাকে ক্লান্ত করে

ভুলবো না। শুধু আমার ছেলেবেলার আর একটি ঘটনা মাত্র আমি তোমাকে শোনাব। তোমার কাছে তার দাম হয়ত বিছুই নেই; তুমি হয়ত একে তুচ্ছ বলেই মনে করবে, কিন্তু আমার জীবনে তা হচ্ছে একটি মস্ত বড় ঘটনা।

বোধ হয় সেদিনটা ছিল রবিবার। তুমি বাইবে গেছলে: আর তোমার চাকর কয়েকখানা ভারী ভারী ব্যাগ আছড়ে আছড়ে ধূলো ঝেড়ে পরিস্কার করছিল। কাজটা করতে যে তার কষ্ট হচ্ছিল ফ্ল্যাটের খোলা দরজাব ফাঁক দিয়ে তা দেখেই আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। তাই আমি সাহসে ভর করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমি তার কাজে সাহায্য করতে পারি কিনা! সে এই কথায় আশ্চর্য্য হল কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলো না। আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারবো না সেদিন তোমার দরজায় পা দিয়ে আমার মনে কী গভীর বিস্ময় আর শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিলো! তোমার বসবার ঘরের মধ্য দিয়ে আমি এক পলকে তোমার পৃথিবীকে দেখতে পেলাম। তোমার লিখবার টেবিল প্রায়ই তুমি যার কাছে বসে থাক, তার ওপর কিছু ফুলশুদ্ধ একটি নীল রঙের ফুলদানি ছিল। তোমার ঘরের ছবি, তোমার বই, সবই আমাকে অবাক্ করেছিল। আমি এগুলি সবই চুরি ক'রে চেয়ে দেখছিলাম—যদিও তোমার ভৃত্য জনের কোনই আপত্তি হতো না আমি ভালভাবে ঘরখানা একবার দেখতে চাইলে। কিন্তু ঐটুকুই যথেষ্ট; ঐটুকুই তোমাকে নিয়ে আমার নিদ্রা-জাগরণের অন্তহীন স্বপ্ন দেখার পক্ষে যথেষ্ট।

ছেলেবেলার ওই ক্ষণ-মুহূর্ত্তটুকুই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের মুহূর্ত্ত। আমি তোমাকে একথা বললাম তার কারণ তুমি পরে

বুঝতে পারবে এই অজানিতার জীবন তোমাকে কতখানি অবলম্বন ক'রেছিল! আমি তোমাকে বলবো সেই মুহূর্ত্তের কথা, যে ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত ঠিক এর পরেই আমার জীবনে ঘনিয়ে এল। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি তোমার চিন্তা আমাকে জগৎ ভুলিয়ে দিত! আমি আমার মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতাম না, বা যে সব লোক আমাদের বাড়ীতে দেখাশুনা করতে আসতেন তাঁদের দিকেও চাইতাম না। আমার মোটে খেয়ালই ছিল না সেদিকে! এমনকি আমার মায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয় 'ইন্‌স্‌ব্রাকের' একজন ব্যবসায়ী প্রৌঢ় ভদ্রলোক যে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসেন এবং অনেকক্ষণ ধরে গল্প গুজব করেন এটাও আমি ভাল ক'রে লক্ষ্য করিনি। আমি খুব খুসী হতাম, যখন তিনি আমার মাকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যেতেন। কারণ এতে আমার সুবিধা হ'ত—একলা বসে বসে বিনা বাধায় তোমার কথা ভাববার অথবা সেই ছিদ্র দিয়ে তোমাকে দেখবার,—যেটা আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ ছিল। কিন্তু মা হঠাৎ একদিন আমাকে বেশ গম্ভীর ভাবে বললেন যে আমার সঙ্গে তাঁর একটা গুরুতর কথা আছে। ভয়ে আমি বিবর্ণ হ'য়ে উঠলাম, বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস করতে লাগলো! তবে কি মা কিছু সন্দেহ করেছেন কিম্বা, আমিই কি তবে কোন রকম ভুল ক'রে ফেলেছি? তোমাকে নিয়ে আমার যে সুগোপন রহস্য, মায়ের প্রশ্নে সব প্রথমে সেই কথাই আমার মনে হ'ল। কিন্তু বলতে গিয়ে আমার মা নিজেই যেন কেমনতর হ'য়ে গেলেন। তিনি কখনও আমাকে পারৎপক্ষে চুমো খান না; কিন্তু সেদিন তিনি আমাকে তাঁর সোফার কাছে টেনে নিয়ে গভীর স্নেহভরে আমাকে চুমো খেলেন, তারপর অনেক দ্বিধা আর অনেক

ইতঃস্ততের পর একটু লজ্জিত ভাবেই বললেন যে তাঁর সেই মৃতদার আত্মীয়টী তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছেন। এবং শুধু আমারই মঙ্গলের জন্য তিনি এই প্রস্তাব স্বীকার করেছেন। ভয়ে আতঙ্কে আমাব বুক কাঁপতে লাগলো এবং তৎক্ষণাৎ তোমার কথা মনে হ'ল '—"আমরা ত এখানেই থাকবো,—না মা ?" জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।—"না আমরা ইনসব্রাকে চলে যাবো সেখানে ফার্ডিনাণ্ডের চমৎকার বাড়ী আছে।" আমি আর কিছু শুনতে পেলাম না— জগতের সমস্ত বস্তুই আমার চোখে কালো হ'য়ে দুলতে লাগল।. . . .পরে জেনেছিলাম যে আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গিয়েছিলাম, দুই হাত জড়ো ক'রে কাঁপতে কাঁপতে আমি সীসার স্তূপের মত ধপ ক'রে মাটীতে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি আমি তোমাকে বলতে পারবোনা, তার পরে কয়েকটা দিন আমার কী ভাবে কাটলো। একটি দুর্ব্বল শিশু—শক্তিমান গুরুজনদের সঙ্গে কী ভাবে বৃথা বিদ্রোহ ক'রে পরাজিত হ'ল—তা ত আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আজ এখনও সে কথা মনে হওয়াতে আমার হাত থর থর ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করেছে, আমি আর লিখতে পারছি না। আমার এই বাড়ী ত্যাগের অনিচ্ছার সত্য কারণটাতো আমি খুলে বলতে পারলাম না, তাই গুরুজনেরা আমার প্রতিবাদকে দুষ্টু মেয়ের ঔদ্ধত্য বলেই ধরে নিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁরা আমাকে আর কিছু বললেন না।—আমার অলক্ষ্যে আমাদের যাত্রার আয়োজন চলতে লাগলো। স্কুল থেকে রোজই বাড়ী ফিরে দেখতে পেতাম—ঘরের একটা না একটা জিনিষ নেই, হয় বিক্রী করা হয়েছে, নয় সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অবশেষে একদিন ডিনারে এসে দেখলাম— আসবাবপত্র ঘরে আর কিছুই নেই। সব

সরিয়ে ফেলা হয়েছে। শূন্য ঘরে শুধু পড়ে আছে কয়েকটা প্যাক করা ট্রাঙ্ক, আর দুটো ক্যাম্পখাট—মায়ের আর আমার জন্যে। আর মাত্র একটি রাত্রি আমরা এখানে ঘুমুতে পাবো ; তারপর সকালে উঠেই চলে যাব ইন্‌সব্রাকে।

এই শেষ দিনে আমার হঠাৎ মনে হ'ল, অকস্মাৎ আমি বুঝতে পারলাম—তোমার কাছে থাকতে না পেলে আমি মরে যাবো। আমার সমস্ত পৃথিবী তুমিই। বুঝিয়ে বলা শক্ত হবে আমি ঠিক কি ভাবছিলাম, আর ঠিক এ সময়টায় আমার ভাববার কোন রকম ক্ষমতা ছিল কিনা! মা বাড়ীতে ছিলেন না, কী একটা কাজে বাইরে গেছলেন। আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম—আর ঠিক সেই স্কুলের পোষাক পরা অবস্থাতেই তোমার দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি আমি গিয়েছিলাম? সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার শক্ত হয়ে উঠছিল—শরীরের প্রত্যেকটি সন্ধি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল,—তবুও চুম্বকাকর্ষিত পদার্থের মত আমাকে কে যেন জোর ক'রে তোমার দরজায় টেনে নিয়ে গেল। মনে মনে এই কথা উচ্চারণ করছিলাম যে আমি গিয়ে কেঁদে তোমার দুটি পায়ের ওপর আছড়ে পড়বো, এবং বলবো—আমাকে তোমার দাসী, তোমার ক্রীতদাসী ক'রে তোমার কাছে রেখে দাও। মনে মনে ভয় ছিল যে তুমি হয়ত একটা পনেরো বছরের মেয়ের এই ছেলেমানুষিতে হেসে উঠবে। কিন্তু অদৃশ্য শক্তি আকর্ষিত এই মেয়েটিকে যদি তুমি সেদিন সেই শীতের কনকনে সিঁড়ির ওপর ভগ্ন জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে, তাহলে কখনই হাসতে পারতে না তুমি,—কখনই পারতে না।

তোমার দরজার ঘণ্টাটা টিপবো কিনা তাই নিয়ে মনে মনে কী যুদ্ধই না করতে লাগলাম। প্রত্যেকটি মুহূর্ত উঠলো অনন্ত হ'য়ে, সময় যেন আর কাটে না। অবশেষে আমি বেল টিপে দিলাম। সুতীক্ষ্ণ শব্দ করে সেই নিস্তব্ধ বাড়ীর ভেতর ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমার হৃদ-স্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হলো। কাণ পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম তোমার পদশব্দের আশায়।

কিন্তু তুমি এলে না; কেউ এলো না। তুমি বোধ হয় সন্ধ্যার সময় সেদিন বাইরে বেরিয়েছিলে, আর তোমার চাকর বুড়ো জনও বোধ হয় বাড়ীতে ছিল না। অবশেষে আমি আবার সকলের চোখ এড়িয়ে আমার শূন্য ঘরে ফিরে এলাম—আর নিস্তব্ধ বাড়ীতে একটা তীক্ষ্ণ ঘণ্টার আওয়াজ ক্রমাগত আমার দুই কান ভরে বাজতে লাগলো। আমার একক ঘরে ফিরে এসে আমি একটা কম্বলের উপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাত্র কয়েক পা হেঁটেই আমি এত ক্লান্ত হয়ে উঠেছি—মনে হচ্ছে যেন আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুষারাবৃত পথের উপর দিয়ে হেঁটে এসেছি। তবুও এই ক্লান্তির মধ্যেও আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে ওরা আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে একবারটি দেখবো, একবারটি তোমার সঙ্গে কথা কইব। আমার মনের এই দর্শনাকাঙ্খাকে তুমি যেন অন্য কিছু বলে মনে করোনা। আমি তখনও ভীষণ বোকা ছিলাম কেবলমাত্র তোমাকে দেখা আর তোমার সঙ্গে কথা কওয়া ছাড়া আর আমার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির সমস্ত প্রহর ধরে আমি তোমার জন্য জেগে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মা ঘুমুতে চলে গেলেন, আর আমিও চুপি চুপি উঠে আমাদের হল ঘরে চলে

এলাম,—তোমার আসার শব্দ শুনতে। সেটা ছিল জানুয়ারীর একটি শীতার্ত্ত রাত্রি। আমি ভয়ানক ক্লান্ত, সমস্ত শরীরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, আর তা ছাড়া বসতে পারি এমন একখানা চেয়ারও সে ঘরে ছিল না। কাজেই আমি আমার সেই পাতলা পোষাক পরা অবস্থাতেই ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুয়ে পড়লাম, শীত নিবারণের জন্য গায়ে দেবারও কিছুই ছিল না। তা ছাড়া আমার ইচ্ছেও ছিলনা শরীর গরম করবার; ভয় ছিল পাছে আমি ঘুমিয়ে পড়ি আর তোমার বাড়ী ফেরার পায়ের শব্দ না শুনতে পাই। শীতের জন্য হাতে পায়ে খিঁচুনী ধরতে আরম্ভ করলো—ওঃ! সেই অন্ধকার রাত্রি ভ'রে কী শীতই সেদিন পৃথিবীতে নেমেছিল। বারে বারে শীত কাটাবার জন্য উঠে দাঁড়াতে হচ্ছিল কিন্তু তবুও আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম,—কেবল অপেক্ষা করতে লাগলাম—যেন আমার ভাগ্যের সঙ্গে আজকে আমার মুখোমুখি দেখা হবে।

অবশেষে—(তখন বোধ হয় ভোররাত্রি দুটো কি তিনটে হবে) আমি তোমাদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলার আর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। হঠাৎ আমার মন থেকে শীত বোধ চলে গেল, আর এক ঝলক গরম বাতাস যেন আমার শরীরকে স্পর্শ করে গেল। নিঃশব্দে দরজাটা খুললাম। মনে করলাম এইবার এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে তোমার দুটি পায়ের ওপর আছড়ে পড়বো। পদশব্দ ক্রমশঃ কাছে আসতে লাগলো। বাতির একটি ক্ষীণ রেখা পড়লো সিঁড়ির ওপর। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে আমি দরজার হাতলটা চেপে ধরলাম। সত্যি সত্যি তুমিই ওপরে উঠে আসছো ত?

হ্যাঁ-তুমি। তুমিই ফিরে এসেছো প্রিয়তম! কিন্তু তুমি তো একলা নও। আমি একটি শান্ত হাসির শব্দ শুনতে পেলাম—

সিল্কের পোষাকের খস্ খস্ শব্দ আর তার সঙ্গে তোমার কণ্ঠস্বর—তুমি চাপা আওয়াজে কার সঙ্গে যেন কথা কইতে কইতে আসছো। একটি স্ত্রীলোক—একটি স্ত্রীলোক ছিল তোমার সঙ্গে.........

তারপর সারারাত্রি যে আমার কী ভাবে কাটলো—তাতো আমি তোমাকে বোঝাতে পারবোনা প্রিয়! পরদিন ভোর আটটার সময় ওরা আমাকে জোর ক'রে ইন্‌স্‌ব্রাকে নিয়ে গেল। যাক্ নিয়ে,— প্রতিবাদ করবার বা বাধা দেবার মত শক্তি আর আমার নেই।

আমার ছেলেটি কাল রাত্রে মারা গেছে। যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আবার আমি একলা। আগামী কাল কালো কাপড় পরা কুৎসিতদর্শন অদ্ভুত মানুষগুলো আমার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে যাবার জন্য কফিন ব'য়ে নিয়ে আমার ঘরে আসবে। খুব সম্ভব দু'চারজন বন্ধু বান্ধবও আসবে মালা হাতে ক'রে। কিন্তু কফিনের ওপর ফুল দেওয়ার তো কোন মানে হয় না! তারা এসে দু'চার কথায় আমাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাবে! কথা—কথা—কথা! কেবলই কথা! কথার কতটুকু শক্তি? সার কথা হচ্ছে এই যে আমি আবার জগতে একলা হয়ে গেলাম। সহস্র মানুষের মেলার মধ্যে একাকী হওয়ার চাইতে ভীষণ আর কিছুই নেই। এই অবস্থাটা আমি উপলব্ধি করেছি আমার ষোল থেকে আঠারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—দু বছর। যখন আমি ইন্‌স্‌ব্রাকে আমার আত্মীয় পরিজনের মধ্যে বন্দী আর একঘ'রে অবস্থায় ছিলাম। আমার সৎপিতা একজন শান্ত প্রকৃতির লোক—তিনি আমার ওপর খুসীই ছিলেন। মাও আমার যে কোন ইচ্ছাই আনন্দের সঙ্গে প্রতিপালন করতেন।...... কিন্তু আমি খুসী হ'তে চাইনি,

তোমাকে ছেড়ে দূরে থেকে আমার তো আনন্দিত হবার কথা নয়। তাই আমি নিজেকে একটি নির্জ্জনতার গোপন লোকে ধ্যাননিমগ্না ক'রে রাখলাম। ওরা আমাকে যে ভাল ভাল কাপড় চোপড় দিত তা আমি পরতাম না, আমি কনসার্ট বা থিয়েটারে যেতাম না। এখানে সেখানে স্ফূর্ত্তি ক'রে বেড়ানর জন্যও ওরা আমাকে পেতো না। আমি ক্বচিৎ কখনো বাড়ী থেকে বাইরে বেরোতাম। তুমি কি বিশ্বাস করবে, যে সহরে আমি আমার জীবনের দু'বছর কাটিয়ে এসেছি—তার ডজনখানেকের বেশী রাস্তা আমি চিনতাম না! কান্নাই ছিল আমার একমাত্র আনন্দের বস্তু। সমাজ-সংসার, হাসি-গান, উৎসব সমস্ত ছেড়ে একলা একটা ঘরে বসে বসে তোমার কথা ভাবতাম। আমার সমবয়সী মেয়েরা যারা আমার সঙ্গে বন্ধুতা করতে আসতো আমার রাগ দেখে তারা আর এগোতে সাহস করতো না। দিনের পর দিন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার একলা ঘরে বসে ভাবতাম তোমার কথা, তোমাকে উপলক্ষ ক'রে আমার স্মৃতির প্রত্যেকটি টুকরোকে আমি ফিরে ফিরে নাড়াচাড়া করতাম, তোমার জন্য আমার ব্যগ্র-ব্যাকুল প্রতীক্ষার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তকে আমি নূতন করে অনুভব করতাম, আর আমার মনের থিয়েটারে ঘটনাগুলিকে বারে বারে রিহার্স্যাল দিতাম। যেদিন থেকে তুমি আমার জীবনে এসেছিলে—আমার সেই ছেলেবেলার বৎসরগুলিকে আমি মনে মনে এত অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি করেছি যে সেই স্মৃতি আমার মনে এমনভাবে গাঁথা হয়ে গেছে যে সেই ফেলে-আসা বৎসরগুলিকে আমার মনে হয় যেন মাত্র গত কাল এই ঘটনা ঘটেছে!

এমনি ভাবে আমার সমস্ত জীবন তোমাতে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে গেছলো। আমি তোমার লেখা সব বইগুলিই কিনেছিলাম। যেদিন ভোরে উঠে খবরের কাগজে কোন এক জায়গায় তোমার নামোল্লেখ দেখতে পেতাম—সেদিন আমাব পুণ্যদিন। তুমি কি বিশ্বাস করবে প্রিয়, যে তোমার বইগুলি আমি এত বেশী পড়েছি যে আজ, এই সুদীর্ঘ তের বছর পরেও যদি কেউ আমাকে রাত্রে ঘুম থেকে তুলে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে তোমার বইয়ের কোন একটি লাইন জিজ্ঞাসা করে—তবে আমি একটুও না ভেবে—একটুও না থেমে অনর্গল ব'য়ের সেই সম্পূর্ণ অংশটাই আবৃত্তি করতে পারি। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে বলেই ত পৃথিবী আজও আছে! ভিয়েনার সংবাদপত্রগুলিতে আমি কনসার্টের রিপোর্ট পড়তাম আর সন্ধ্যা হ'লে কল্পনায় আমি তোমার সঙ্গে সেই সব জায়গায় যেতাম। ভাবতাম "এই তুমি হলে ঢুকছো," "এইবার তুমি তোমার আসনে এসে বসলে!" হাজারবার এই রকম কল্পনার রঙীন দোলায় আমি দুলতাম তার কারণ মাত্র একবার আমি তোমাকে একটা কনসার্টে দেখেছিলাম।

কিন্তু কেন আমি এসব কথা ভাবছি, কেন শুধু শুধু একটি পরিত্যক্ত শিশুর অপরিসীম অসহায়তার কথা আমি ভেবে মরছি? আমি তোমাকেই বা কেন বলছি এসব, যে কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারে না আমার অনুরাগ আর আমার বেদনার কথা! আমি কি এখনও সেই ছেলেমানুষই আছি? সতেরো থেকে আমি আঠারো বৎসরে পা দিলাম। তরুণ যুবকেরা রাস্তায় আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতো আর তাতে আমি রেগে উঠতাম। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসা অথবা অন্য কাউকে ভালবাসার কল্পনাও

আমার কাছে মহা অপরাধ বলে মনে হ'ত। তোমার প্রতি আমার প্রেম সেই রকমই নিবিড় রইল শুধু আমার দেহের পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা আর চরিত্র গেল বদলে। আমার চৈতন্যো-দয়ের সঙ্গে সেই প্রেম হ'য়ে উঠল আরও কামনাঘন, আরও শরীরী, মানে এক কথায় যাকে বলে পূর্ণ-বয়স্কার প্রেম। অনুপদিষ্ট শিশুর চিন্তায় যে কথা লুকোনো ছিল, তোমার দরজার ঘণ্টাবাজানো বালিকাটির মনে যে কথা জাগেনি—তাই আজ জন্মলাভ করলো। কিন্তু নিজেকে দান করার সঙ্কল্পই কি ছিল না তার মধ্যে?

আমার সঙ্গী সাথীরা আমাকে জানতো লাজুক আর নম্র মেয়ে ব'লে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল একাভিমুখী। আমার সমস্ত অন্তরাত্মার ছিল একটি মাত্র লক্ষ্য; তা হচ্ছে ভিয়েনায় আমি তোমার কাছে ফিরে যাব! এই ইচ্ছা নিয়ে আমি ক্রমাগত সকলের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলাম,—যেটাকে আর সবাই যুক্তিহীন আর অন্যায় বলে মনে করলো। আমার বাবা ছিলেন একজন সঙ্গতিপন্ন মানুষ এবং তিনি আমাকে ঠিক নিজের মেয়ের মতই দেখতেন। আমি নিজে উপার্জ্জন করবো—বারে বারে এই জোর প্রকাশ করাতে অবশেষে তিনি একদিন মত দিলেন এবং ভিয়েনায় তাঁর একটি আত্মীয়ের দর্জ্জির দোকানে আমার চাকরী ঠিক ক'রে দিলেন।

তোমাকে কি বলতে হবে যে তারপর একদিন হেমন্তের এক কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আবার আমি যখন ভিয়েনায় ফিরে এলাম তখন আমার মনে কী ঝড় বইছিল! আমার পোষাকের ট্রাঙ্কটাকে ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি আমি গিয়ে একটা ট্রামে উঠে বসলাম। উঃ! কত আস্তেই না এই ট্রামগুলো চলে! প্রত্যেকটি থামবার জায়গায় আমার

যেন বিরক্তির আর অন্ত ছিল না। অবশেষে আমি তোমার বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছলাম। তোমার জানালায় আলো জ্বলতে দেখে আনন্দে আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগলো। সমস্ত সহরটা আমার কাছে আবার সুন্দর বলে মনে হ'ল। আবার আমি তোমার সন্নিকটবর্ত্তী হতে পেরেছি—যে তুমি আমার দিনরাত্রির অন্তহীন—স্বপ্ন—সেই তোমার কাছে এসেছি,—এতেই আমি যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করলাম। তোমার আর আমার উর্দ্ধ-নিবদ্ধ দৃষ্টির মাঝখানে ব্যবধান ছিল মাত্র একখানা পাতলা চক্‌চকে কাঁচের শার্শি। কিন্তু আমি তোমার মন থেকে এত দূরে ছিলাম,—যেন পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, উপত্যকা দিয়ে আমাদের সংযোগকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তবুও আমি চেয়ে রইলাম তোমার জানালার দিকে অনিমেষে। ঘরে একটি আলো জ্বলছে, ওইটিই তোমার শোবার ঘর; তুমি ওখানে আছ,—ওই ঘরইতো আমার পৃথিবী। গত দু'বছর ধরে ক্রমাগত আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আনন্দিত মুহূর্ত্তের—আজ সেই মুহূর্ত্ত এসেছে। যতক্ষণ না তোমার ঘরের আলো নিভে গেল—ততক্ষণ আমি রাস্তার ওপর সেই উত্তপ্ত মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি ভরে—সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আলো নিভে গেল আমি আমার থাকবার জায়গা খুঁজে বের করলাম।

প্রতি সন্ধ্যায় আমি ফিরে আসতাম—সেই জায়গায়। সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত আমি দোকানে কাজ করতাম। কাজটা যদিও খুবই পরিশ্রমের ছিল—তবুও আমি তা পছন্দ করতাম, কারণ প্রদর্শনী ঘরের চাঞ্চল্যের মধ্যে আমি চেপে রাখতাম আমার হৃদয়ের চাঞ্চল্যকে। যে মুহূর্ত্তে দোকানের খড়খড়ি বন্ধ হ'ত—একটুও দেরী না ক'রে তখনই আমি ছুটে চলে আসতাম—আমার সেই প্রিয় স্থানটিতে।

তোমাকে একবার দেখবো—মাত্র একবার তোমাকে দেখবো—শুধু এইটুকুই আমি চেয়েছিলাম। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে তোমার মুখখানাকে আমি আমার চোখ দিয়ে একবার ভাল ক'রে দেখবো। অবশেষে সপ্তাহ খানেক পরে—আমি তোমাকে দেখতে পেলাম। তোমার জানালার দিকে চেয়ে আমি যখন দাঁড়িয়েছিলাম—এমন সময় তুমি রাস্তায় বেরিয়ে এলে,—মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার গাল দুটি লাল হ'য়ে উঠলো আর আমি আবার সেই তেরো বছরের বালিকাতে পরিণত হ'য়ে গেলাম। যদিও আমি তোমাকে একবারটি দেখবার জন্য মনে মনে মরে যাচ্ছিলাম—তবুও সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ মাটির দিকে নুয়ে পড়লো—আর আমি তোমাকে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলাম —যেন কেউ আমার পিছু নিয়েছে। পরে আমি এই ইস্কুলের মেয়ের মত ছুটে পালানোর জন্য যথেষ্ট লজ্জিত হ'য়েছিলাম। এখন আমি বেশ বুঝতে পারি—সেদিন আমি কী চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম—যে আমার এই দুঃখ-দগ্ধ বৎসর ক'টির পর তুমি আমাকে চিনতে পারবে,—আমাকে তুমি লক্ষ্য করবে,—আমাকে তুমি ভাল-বাসবে।

অনেককাল এই ভাবে কাটলো কিন্তু তুমি আমায় দেখতে পেলে না। যদিও প্রত্যেক রাত্রিতে তোমার বাড়ীর কাছে ঠিক সেই জায়গাটিতে ঘন তুষারপাতের মধ্যে ভিয়েনার শীতের সেই হাড় কাঁপানো কন্‌কনে বাতাসের মধ্যে আমি রোজই দাঁড়িয়ে থাকতাম। বহুদিনই আমার এমনই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা হ'ত। বহুদিন তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যেতে। দুদিন আমি তোমাকে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখেছিলাম। অকস্মাৎ একদিন আমার বুকের মধ্যে কি রকম করে উঠলো, যেদিন আমি

তোমাকে আর একটি মেয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে হাত ধরাধরি করে যেতে দেখলাম। যদিও এতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না, কারণ আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতাম তোমার কাছে কত রকমের লোক আসে। কিন্তু তবুও আজ এই দৃশ্য আমার মধ্যে একটা যন্ত্রণা জাগিয়ে তুললো—একটা শারীরিক যন্ত্রণা। আমার মনের মধ্যে একটা ঈর্ষা আর কামনা জেগে উঠলো—যখন মেয়েটির সঙ্গে তোমার এই দৈহিক অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করলাম। তার পরদিন যৌবনের গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে আমি তোমাকে দেখতে গেলাম না। হায়! আমার সেদিনকার সেই শূন্য সন্ধ্যা যে কী ভাবে কেটেছিল—তা তোমায় বোঝাতে পারবো না। আবার পরদিন রাত্রিতে আমি অপরাধীর মত মাথা নীচু করে তোমার বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম—যেমন চিরকাল আমি রুদ্ধ জীবনের দ্বারে অপেক্ষা ক'রে এসেছি।

অবশেষে সেই মুহূর্ত্ত এলো—যেদিন তুমি আমাকে লক্ষ্য করলে! আমি দূর থেকে তোমাকে আসতে দেখে জোড় করে নিজেকে তোমার পথে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। রাস্তা দিয়ে সেই সময় একখানা মাল-বোঝাই গাড়ী যাচ্ছিল, পাশ কাটাইবার জন্য তুমি একেবারে আমার অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়ালে। নিজের অজান্তেই আমার শরীরের ওপর তোমার চোখ পড়লো এবং তৎক্ষণাৎ তোমার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো; কিন্তু তখন আমার চোখের তন্ময়তা কি তুমি লক্ষ্য করেছিলে! আমার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। তোমার সেই আলিঙ্গনময় প্রলুব্ধ চাউনি—যার দ্বারা তুমি কয়েক বছর আগে একটি মেয়েকে, প্রেমময় নারী হ'তে উদ্বুদ্ধ করেছিলে।

দু-একটি মুহূর্ত্ত তোমার দৃষ্টি আমার শরীরের ওপর স্থিরভাবে আটকে রইল—এই সময় আমিও আমার চোখ অন্য দিকে ফেরাতে পারলাম না। তুমি চলে গেলে! আমার বুকটা এত বেশী ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল যে আমি আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। যেতে যেতে এক সময় অদম্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে একবার পিছন ফিরে চাইলাম। দেখলাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে দেখছো। তোমার চোখে বিস্ময় দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে তুমি আমাকে চিনতে পারোনি। তুমি আমাকে কখনই চিনতে পারলে না, তখনও নয়, এখনও নয়! কী করে আমি আমার নৈরাশ্যের বর্ণনা করবো। এই আমার জীবনের প্রথম নিরাশা। ভাগ্যকে দোষ দিয়ে আমি বসেছিলাম—ভেবেছিলাম তুমি আমাকে কোন দিনই জানবে না। অজানিতা রয়েই আমি মরে যাবো। ইন্সব্রাকে যখন ছিলাম তখনও ক্রমাগত তোমার কথা ভেবেছি। কবে আবার ভিয়েনায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে এই ছিল আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়। তোমার সঙ্গে আমার সহস্র রকম মিলন সম্ভাবনার কল্পনার দোলায় আমি দিবারাত্র দুলতাম। কত রকম সম্ভব অসম্ভব চিন্তাই যে তখন আমার মাথায় ঘুরতো। আবার এক এক সময় বিষণ্ণ হ'য়ে ভাবতাম যে তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমি কোন কাজের নই বলে, আমি অত্যন্ত সাধাসিধে বলে, আমি প্রেমভিক্ষু বলে, তুমি হয়ত আমাকে অবজ্ঞা করবে, হয়ত আমাকে তুমি দূর করে তাড়িয়ে দেবে। তোমার সেই প্রাণহীন শৈথিল্য আর উদাসীনতা যেন আমি চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পেতাম; কিন্তু কখনও, দুঃখের সেই চরম দুঃসময়েও এ সর্ব্বনাশা সম্ভাবনা একবারের জন্যও আমার মনে উদয় হয়নি যে আমার

উপস্থিতিকে তুমি উপেক্ষা করবে। এখন আমি বুঝতে পারি (এবং এটা আমার তোমার কাছে শেখা) যে পুরুষের মন হরণ করতে হলে নারীর মুখ হওয়া চাই অতিরিক্ত রকমের অভিব্যক্তি-সম্পন্ন। যদিও এটা আয়না থেকে প্রতিবিম্ব সরে যাওয়ার মত মুখের ওপর মনের প্রতিচ্ছবি সরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরুষ সেত সহজেই ভুলে যাবে মেয়ের মুখ, কারণ বয়স সে মুখে আনে পরিবর্ত্তন—পোষাকের তারতম্যে মুখশ্রীর হয় তারতম্য। মেয়েদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা নিস্পৃহতা দেখা দেয়। কিন্তু আমার মত একটি বালিকা—কিছুতেই তোমার এই বিস্মৃতির অর্থ বুঝতে পারলো না। আমার সমস্ত মন ছিল তোমার চিন্তায় পূর্ণ। ক্রমাগত তোমার কথা ভেবে ভেবে আমার মনে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে তুমিও বুঝি আমার কথা ভাবছো, তুমিও বুঝি আমার জন্য অপেক্ষা করছো। কিন্তু আমি তোমার কাছে কিছু নয়—তোমার স্মৃতির মণি-কোঠায় আমার কোন স্থান নেই,—একথা জানবার পর বেঁচে থাকা আমার পক্ষে কি রকম কঠিন হয়ে উঠলো। সেই সন্ধ্যায় তোমার দৃষ্টি থেকে আমি বুঝতে পারলাম তোমার আমার জীবনকে একসঙ্গে বাঁধবার জন্য তোমার দিকে সামান্য একটু মাকড়সার জালের মত সুতোও নেই। একটা মহা সত্যের সঙ্গে আমার যেন মুখোমুখি পরিচয় হ'ল। আমি শুনতে পেলাম আমার আসন্ন দুর্ভাগ্যের প্রথম সতর্ক বাণী!

তুমি আমাকে চিনতে পারলে না। দুদিন পরে সেই পথেই আবার যখন আমাদের দেখা হ'ল, তুমি আমার দিকে চাইলে—মনে হ'ল যেন তুমি মিত্রতাস্থাপনে উৎসুক। যে ছোট মেয়েটি চিরকাল তোমাকে ভালবেসে এসেছে এবং তুমিই যাকে নারীত্বে

উদ্বুদ্ধ করেছিলে, তাকে চিনতে পারার স্বীকৃতি কি ছিল তোমার চাউনির মধ্যে? না, মোটেই তা নয়! সে চাউনির লক্ষ্য ছিল একটি আঠারো বছরের সুন্দরী তরুণীর মুখের প্রতি, যে মুখখানা তুমি দুদিন আগে ঠিক এই জায়গাতেই দেখেছিলে। অদ্ভুত একটু মৃদু হাসি তোমার ঠোঁটের ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল। ঠিক আগের দিনের মত তুমি আমাকে ছাড়িয়ে চলে গেলে এবং ঠিক আগের দিনের মতই একটু দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে। মনে মনে আমি থর থর করে কাঁপতে লাগলাম—নিজকে সচেতন ক'রে রাখলাম,—তুমি আমার সঙ্গে একটু কথা কও— এই ইচ্ছায় আমি মরে যাচ্ছিলাম। আমিও তোমাকে পরিহার করবার কোন চেষ্টা না ক'রে আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ আমার পেছনে তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সেদিকে না চেয়েই আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে তুমি আমাকে সম্বোধন ক'রে কথা কইলে বলে! এই প্রত্যাশায় আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অবশ হ'য়ে পড়লাম আর আমার বুকটা এত বেশী কাঁপতে লাগলো যে মনে হ'ল - আমি আর চলতে পারছিনা, এইবার দাঁড়িয়ে পড়ি! ... ... তুমি আমার পাশে এসে এমন সুন্দর ভাবে আমায় অভিনন্দন জানালে যেন আমরা দু'জন কত পুরোনো বন্ধু! যদিও সত্যি সত্যি তুমি আমাকে চেনো না—আমার জীবন সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না! কিন্তু এমন সুন্দর আর সহজ তোমার ব্যবহার যে, আমি একটুও দ্বিধা না ক'রে তোমার কথার উত্তর দিলাম। আমরা রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম,—যেতে যেতে তুমি আমায় জিগ্যেস করলে—তোমার সঙ্গে নৈশ ভোজে আমার কোন আপত্তি আছে কিনা! আমি রাজী হলাম। সংসারে এমন কিছুই নেই— যা নিয়ে আমি তোমায় প্রত্যাখ্যান করতে পারি!

একটা ছোট রেস্তঁরাতে আমরা দুজনে খেলাম। সেই রেস্তোঁরার কথা আজ নিশ্চই তোমার মনে নেই ; কারণ তোমার কাছে সেটা অনেকগুলোর মধ্যে একটা। হায়রে! আমিই কি তা নই? আমিই তো হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে। একটি সীমাহীন শৃঙ্খলের একটি মাত্র সংযোগ—একটু মাত্র দুঃসাহস! তোমার মনে আমায় উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবার মত কোন ঘটনাই তো সে রাত্রে ঘটেনি! আমি খুব অল্প কথাই বলছিলাম,—কারণ তোমাকে কাছে পেয়ে,—তোমার কথা শুনেই আমার মন ভরে উঠেছিল! বোকার মত কতকগুলো প্রশ্ন ক'রে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনি। সেই সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে তুমি যে ভাবে ব্যবহার করেছিলে তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। নারীর চিত্ত জয় করার সেই অপরূপ কৌশল আমি কখনও ভুলব না। তোমার ব্যবহারের কোনখানে ছিল না অহেতুক ব্যগ্রতা, কিম্বা আমাকে স্পর্শ করার একটা অধৈর্য্য কামনা। প্রথম থেকেই তুমি এমন নিবিড় অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার করতে লাগলে—যে, যদি আমার সমস্ত মন-প্রাণ তোমার জন্যে উৎসর্গীকৃত নাও থাকতো,—তবুও তুমি আমাকে অনায়াসেই জয় করতে পারতে! আমার পাঁচ বছরের প্রত্যাশা যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো আজ,—তখন কী হচ্ছিল আমার মনের মধ্যে, তা আমি তোমায় কী ক'রে বোঝাবো?

রাত ক্রমে গভীর হ'য়ে উঠল। আমরা রেঁস্তোরা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ীর দরজার কাছে এসে তুমি আমায় জিগ্যেস করলে—আমার কোন তাড়াতাড়ি আছে কিনা, কিম্বা নষ্ট করবার মত খানিকটা সময় আমার হাতে আছে কি না। ...আমি যে তোমারই, এ কথা আমি কি ক'রে গোপন করি বলতো! আমি বললাম—

যথেষ্ট সময় আছে। একটু ইতস্ততঃ ক'রে তুমি আমায় বললে—তোমার ঘরে গিয়ে আমি একটু কথাবার্ত্তা কইতে পারি কি না! "আমি খুব খুশী হবো",—চট্ করে উত্তর দিলাম, এটা আমার অনুভূতির সহজ স্বীকৃতি! অবিশ্যি এটাও আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার এই দ্রুত সম্মতিতে তুমি একটু বিস্মিত হ'লে! এতে তুমি খুশী হলে, না বিরক্ত হলে, তা' আমি তোমায় ঠিক বলতে পারবোনা, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম তুমি বিস্মিত হ'লে। আজ অবিশ্যি আমি তোমার সে বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারি! নিজেকে দান করবার ইচ্ছা থাকলেও নারীর উচিত পুরুষকে নানা প্রকারে প্রত্যাখ্যান করবার ভান করা,—যেমন ক'রে হোক পুরুষের কামনাকে তার জন্য উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা। অনেক অনুনয় বিনয়, অনেক মিথ্যা স্তুতি, অনেক প্রতিশ্রুতিব বিনিময়ে নারী দেবে ধরা। আমি জানি কেবল মাত্র পেশাদার গণিকারাই আমার মত এমন সহজে মত দিতে পারে। এমন অকপটে রাজী হ'তে কেবলমাত্র গণিকা আর সাধা-সিধে অপরিণতবয়স্কা বালিকারাই পারে! কিন্তু তুমি কি ক'রে জানবে যে আমার পক্ষে এই সরল সম্মতি অনন্ত কামনার ডাক? হাজার দিনের কামনালোলুপতার অকস্মাৎ উচ্ছ্বাস?

যেমন ক'রেই হোক—আমার ব্যবহার তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমি যেন তোমার কাছে কৌতুহলের বস্তু হ'য়ে উঠলাম। রাস্তা দিয়ে তোমার সঙ্গে যেতে আমি বেশ অনুভব করলাম যে, আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে তুমি আমার সত্যিকার স্বরূপটা বুঝে নেবার চেষ্টা করছো! তোমার উপলব্ধি, আর মানুষের মনের বীণার স্বরগ্রামে—তোমার অপরূপ অঙ্গুলী চালনার দক্ষতাই তোমাকে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়ে দিয়েছিল,—আমার মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা

রয়েছে। তুমি বুঝতে পেরেছিলে যে এই সুন্দরী শান্ত মেয়েটির মধ্যে কিছু গোপনতা আছেই। তোমার ঔৎসুক্য জেগে উঠলো, আর তোমার সাবধানী জিজ্ঞাসাবাদ থেকেই আমি বুঝতে পারলাম যে তুমি আমার গভীর রহস্যাবৃত অন্তরটিকে জয় করে নিতে চাও! আমি তোমার প্রশ্নের ছাড়া ছাড়া উত্তর দিতে লাগলাম,—আমি বরং নিজেকে মূর্খ প্রতিপন্ন করবো—সেও ভাল,—তবু আমি তোমার কাছে আমার আবাল্যের গোপন কাহিনী বল্‌বো না।

আমরা দুজনে তোমার ফ্লাটে এসে পৌছলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো,—তোমার সঙ্গে ওই সিঁড়ি দিয়ে এক সঙ্গে উঠবার সময় আমার মনে কী হচ্ছিল—তা আমি তোমায় বলতে পারবো না। আনন্দের যন্ত্রণায় আমি যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম—আমার যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। আজও আমি সে কথা না কেঁদে ভাবতে পারিনে,—কিন্তু আর আমার চোখে জল নেই,—সব জল ফুরিয়ে গেছে। তোমার ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ আমার কামনার রঙে রাঙানো, প্রত্যেকটি আমার বাল্যকালের দুঃখেতিহাসের স্মৃতি চিহ্ন। ওই সে দরজা,—যার পেছনে আমি হাজার বার এসে দাঁড়াতাম—তোমার আগমন প্রতীক্ষায়। ওই সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শুনতাম—আর ওইখানেই আমি প্রথম তোমাকে দেখি। ওই সেই যীশুর মূর্ত্তি, যার ফাঁক দিয়ে আমি নিবিষ্ট মনে তোমার আসা যাওয়া লক্ষ্য করতাম : দরজার কাছে ওই মাদুরটা যার ওপর আমি একদিন হাঁটু পেতে বসেছিলাম। তালাতে চাবির শব্দ হ'লে কত-দিন আমি সচকিত হ'য়ে উঠেছি। এই ঘরের কয়েক হাতের মধ্যেই আমার বাল্যকালের কামনারাশি মুকুলিত হয়ে উঠেছিল। সেই

আশার জীবন আমাকে কেন্দ্র করে আজ ঝড়ের মত উদ্দাম হ'য়ে উঠলো। আজ আমার সব কিছু পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আজ আমি তোমার সঙ্গে চলেছি, আমি—তোমার সঙ্গে—চলেছি—তোমার ঘরে—। না—না—আমাদের ঘরে। ভেবে ত্থাখো (আমার কথাগুলো হয়ত তোমার কাছে অতি তুচ্ছ শোনাবে,—কিন্তু এর চেয়ে ভাল কথা আমি জানিনা যে!) তোমার দরজার বাইরে ছিল আমার বাস্তব জগৎ—সহস্র দিনের নিস্প্রাণ প্রাত্যহিকতায় ভরা আমার আগের জীবন,—কিন্তু এই দরজার পর থেকেই আরম্ভ হ'ল শিশুমনের কল্পনায় গড়া ইন্দ্রজালের পৃথিবী,—আলাউদ্দীনের রাজত্ব। ভেবে ত্থাখো—যে দরজা দিয়ে আজ আমি এ ঘরে ঢুকছি,—সেই দরজার দিকে কতদিন আমার ব্যগ্র ব্যাকুল চোখ মেলে আমি চেয়ে থেকেছি!

আমার মাথা ঘুরছে! তোমার কাছে শুধু একটি ইঙ্গিত—আর কিছুই নয়। তুমি বুঝবে না আমার জীবনে আজ এই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তের কী অর্থ! ··· ···

······তোমার সঙ্গে আমি রাত কাটালাম। তুমি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারোনি যে তোমার আগে কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি বা আমার অনাবৃত শরীর দেখেনি? আর তুমি কল্পনাই বা করবে কি ক'রে? আমি ত তোমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করিনি, লজ্জার প্রত্যেকটি চিহ্নকে আমি জোর করে চেপে রেখেছি, পাছে আমার প্রেমের গোপন রহস্যটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তা হলেই ত সব তুমি জেনে ফেলতে।······যে বস্তু সহজে আসা যাওয়া করে তার প্রতিই তোমার নজর বেশী। অন্যের দুঃখাবর্ত্তে পড়তে তুমি রাজী নও। তুমি কোন রকম স্বার্থত্যাগ

না ক'রে, সমস্ত পৃথিবীতে আত্মদান করতে সর্ব্বদাই উৎসুক।......
আমি কুমারী অবস্থায় তোমাকে আমার দেহ দান করেছি, এ কথা বলাতে আমাকে যেন ভুল বুঝো না তুমি। আমি ত তোমার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী করছি না। প্রকৃতপক্ষে তুমি কিছুই করোনি। তুমি আমায় প্রলুব্ধ করোনি, তুমি আমায় প্রতারিত করোনি, তুমি আমায় ধর্ষণও করোনি। আমি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তোমার দুই বাহুর মধ্যে, নিজেই এসেছিলাম তোমার ঘরে আমার ভাগ্যের সঙ্গে দেখা করতে, সেই রাত্রের অপরিসীম আনন্দ আর অসহ তৃপ্তির জন্য তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

......অন্ধকারের মধ্যে আমি যখন চোখ মেললাম তখন তুমি আমার পাশে শুয়ে, আমার মনে হ'ল আমি যেন স্বর্গে আছি, আশ্চর্য্য হলাম এই ভেবে যে এখনও সমস্ত নক্ষত্রের কিরণ কেন আমার গায় পড়ছে না? ওগো প্রিয়তম! কখনও আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেই রাত্রের আত্মদানের কথা মনে ক'রে অনুতপ্ত হইনি। কখনও না!......তুমি আমার পাশটিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছো তোমার নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। তোমার গায়ে হাত দিয়ে নিজেকে তোমার কাছে অনুভব ক'রে গভীর সুখে আমার চোখে জল এল।

খুব ভোরে আমি তোমার ঘর থেকে চলে এসেছিলাম। আমাকে নিজের কাজে যেতে হবে তা ছাড়া তোমার চাকর এ ঘরে ঢোকবার আগেই আমার যাওয়া উচিত। যখন আমি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম তখন তুমি কাছে এসে তোমার দুই বাহু দিয়ে আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে

আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলে। ওগো প্রিয়—আমার মুখ চেয়ে তোমার মনে কি কোন অতীত দিনের বিস্মৃত স্মৃতির দোলা লেগেছিল? না, আমার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানাই তোমার দেখতে ভাল লেগেছিল। তুমি আমার ঠোঁটের উপর চুমো খেলে, আমি যাবার জন্য পা বাড়ালাম। তুমি বললে, "যাবার সময় কয়েকটা ফুল নিয়ে যাবে না দয়া করে?" তোমার লিখবার টেবিলের উপর একটা নীল রঙের ক্রুষ্টালের ফুলদানির মধ্যে চারটে সাদা গোলাপ ছিল, (ছেলেবেলায় এ সবই চুরি করে দেখা আর আমার জানা) তুমি সেগুলো এনে আমাকে দিলে। অনেকদিন পর্য্যন্ত সেগুলো আমার চুম্বনের সামগ্রী ছিল!

দ্বিতীয় রাত্রিতে আবার আমাদের মিলন হ'ল। আবার সেই বিস্ময় ও আনন্দের দোলা।......তুমি আমাকে তৃতীয় রাত্রিতেও তোমার কাছে থাকতে দিলে, তারপর তুমি বললে ভিয়েনা থেকে কিছুকালের জন্য তোমার বাইরে যেতে হচ্ছে; কিন্তু তুমি ফিরে এসেই আমাকে ডাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করলে। আমি তোমাকে পোষ্ট অফিসের ঠিকানা দিলাম এবং আমার আসল নাম তোমার কাছে গোপন রাখলাম। আমি আমার গোপনতা তোমার কাছে প্রকাশ করলাম না। বিদায় নেবার সময় আবার তুমি আমাকে তোমার গোলাপগুলি দিলে! শেষ বিদায়ের সেই শ্বেত গোলাপ গুচ্ছ!......

তারপর দু'মাস ধরে দিনের পর দিন ক্রমাগত আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলাম,—কিন্তু থাক, কাজ নেই আর সে সব আশা নিরাশার মনঃক্ষোভের বর্ণনায়। আমি কোন অভিযোগ করবো

না। আমি শুধু তোমাকে ভালবাসি, উৎসাহী ও আত্মবিস্মৃত, বদান্য ও অবিশ্বাসী তোমাকেই ভালবাসি।......দুমাসের অনেক আগেই তুমি ফিরে এলে। তোমার জানলায় আলো দেখে তোমার আসার খবর আমি পেলাম। কিন্তু কই, তুমিতো আমায় চিঠি দিলে না। আজ আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আমার কাছে তোমার একটি লাইন হাতের লেখাও নেই। যাকে আমার সমস্ত জীবন অর্পণ করেছি, তার সামান্য হাতের লেখাও আমার কাছে নেই। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম—কেবলই অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু তুমি আমাকে তোমার কাছে ডাকলে না, একটি কথাও আমাকে তুমি লিখলে না,—একটি কথাও না।......

কালরাত্রে যে ছেলে আমার মারা গেছে, সে তোমারই ছেলে। তোমারই ছেলে সে। ওই তিন রাত্রির যে কোন একটি রাত্রির সন্তান। ওই সন্তানের জন্ম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তোমারই ছিলাম। তোমার স্পর্শধন্যা আমি, আর কারও আলিঙ্গন স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ওই সন্তান—আমাদেরই সন্তান প্রিয়তম! সে আমার সদাজাগ্রত প্রেমের আর তোমার বেহিসাবী, অপব্যয়ী, অকারণ লোলুপতার সন্তান। আমাদের সন্তান—আমাদের পুত্র—আমাদের একমাত্র সন্তান। জানি, হয়তো তুমি এ কথায় চমকে উঠবে, হয়ত বুঝি অবাকও হবে। তুমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাববে কেন আমি তোমাকে এই ছেলের কথা আগে বলিনি! এবং কেন এই সুদীর্ঘকাল ধরে আমি নীরব ছিলাম! শুধু চিরদিনের জন্য যখন সে আমাকে ছেড়ে গেল, আর কোনদিন ফিরে আসবে না,

তখনই শুধু তোমাকে আমি একথা জানালাম কেন! কিন্তু আমি কি করে বলতে পারতাম সে কথা। একটি অপরিচিতা বিদেশিনী মেয়ে তিনটী রাত্রির শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য যার লোভ আর ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। তুমি ত কখনই বিশ্বাস করতে না যে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া এই অনামিকা সঙ্গিনী, ওগো অবিশ্বাসী, তোমাকে কতখানি বিশ্বাস করতো! তুমি ত কিছুতেই অবিশ্বাস না করে ওই ছেলেকে তোমার নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করতে না! তা ছাড়া যদি তুমি আমাকে বিশ্বাসও করতে তাহলেও এই কথা তোমার মনে মনে রয়ে যেতো যে তুমি বড়লোক বলে আমি অন্য কোন প্রেমিকের সন্তানের পিতৃত্ব তোমার ওপর আরোপ করবার চেষ্টা করছি! তুমি সন্দিহান হয়ে উঠতে! তোমার আর আমার মধ্যে চিরকাল একটা অবিশ্বাসের ছাপ থেকে যেতো! আমি তা সহ্য করতে পারতাম না। তা ছাড়া আমি তোমাকে জানি। তুমি নিজেকে যতটা চেনো—তার চেয়েও আমি তোমাকে বেশী চিনি। তুমি চাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে সহজভাবে লঘুপাখায় ভর করে জীবন কাটাতে এবং তোমার প্রেমের সংজ্ঞাও এ ছাড়া কিছুই নয়। নিজেকে হঠাৎ বাপের আসনে দেখা তোমার চরিত্র-বিরুদ্ধ। সন্তানের দুর্ভাগ্যের দায়িত্বভার নেওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। স্বাধীনতার চাইতে বৃহত্তর কাম্যবস্তু তোমার জীবনে আর কিছুই নেই। তাই আমার এই দাবী দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে বেঁধে ফেল্লে তুমি আমাকে ঘৃণাই করতে। বোধ হয় আজ জীবনে মাত্র একটি দিনের কয়েকটি ঘণ্টা অথবা মুহূর্ত্তে—আমাকে তোমার একটা ভার বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু আমি কখনও সারাজীবনে তোমার কাঁধে ভর ক'রে তোমার বোঝা হয়ে দাঁড়াবো না এই ছিল আমার

প্রতিজ্ঞা, এই ছিল আমার গর্ব্ব! নিজে তোমার বোঝা হয়ে দাঁড়ানোর চাইতে বরং আমার সমস্ত বোঝা আমি একাই বহন করবো। হায় রে! আমি চেয়েছিলাম তোমার জীবনের সহস্র রমণীর মধ্যে একমাত্র রমণী হ'তে। সত্যি কথা বলতে— তুমি কিন্তু একবারও আমার কথা ভাবোনি। তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে!

আমি তোমাকে অপরাধী করছি না, বিশ্বাস কর, আমি কোন অভিযোগও করছি না। আজকের এই মুহূর্ত্তে আমার কলম যদি কিছুমাত্র বিরক্তি বা তিক্ততা প্রকাশ করে থাকে তবে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো. ওই মোম বাতির কম্পমান শিখার নীচে শুয়ে আছে আমাদের যে মরা ছেলে—তারই জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি; তাঁকে খুনী বলে আমি সম্বোধন করছি। কিন্তু আমি আর পারছি না। এই অভিযোগের জন্য আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। তুমি দয়ালু, তোমার হৃদয় আছে—অন্যকে সাহায্য করতে তুমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত—সে কথা আমি জানি। সামান্য একটি কথা শুনে তুমি অতি অপরিচিত ব্যক্তিকেও সাহায্য করে থাকো। কিন্তু তোমার ওই বন্ধনবিহীন দয়া করবার প্রবৃত্তি একটু অদ্ভুত রকমের। দুই অঞ্জলি ভরে অনেককে অনেক কিছু তুমি দান করেছো। কিন্তু আমার বেলায় তোমার সে দান হয়ে গেছে অলস আর উদাসীন। যারা সাহায্য ভিক্ষা করে তুমি কেবল তাদেরই সাহায্য করো। লজ্জায় পড়ে তুমি সাহায্য করো, দুর্ব্বলতায় পড়ে তুমি সাহায্য করো, কিন্তু সাহায্যের আনন্দে তুমি সাহায্য করোনা। যারা সুখে আছে

তাদের চাইতে যারা দুঃখজীর্ণ আর অসহায় তারা তোমার প্রিয় নয় মোটেই। তোমার শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তুমি সব চাইতে হৃদয়বান হইলেও—তোমার কাছে সাহায্য চাওয়া আমার পক্ষে কত শক্ত বলতো! একবার, আমার বেশ মনে আছে আমি তখন ছোট, আমাদের বাড়ীর খৃষ্ট মূর্ত্তির ফাঁক দিয়া আমি দেখেছিলাম—একটি ভিক্ষুক তোমার দরজায় ঘণ্টা বাজিয়েছিল—আর তুমি তাকে কি ভাবে ভিক্ষে দিয়েছিলে। সে কোন কথা কইবার আগেই তুমি তাকে কিছু দিয়ে দিলে। তোমার ভিক্ষা দেবার ভঙ্গীতে ছিল একটা দ্রুততা আর দুর্ব্বলতা, মনে হ'ল তুমি যেন তার চোখের দিকে চাইতে ভয় পাচ্ছো। তোমার সেই অস্থিরতা; ভিক্ষুকের সামান্য একটি ধন্যবাদ বাক্য উচ্চারণ করবার আগেই তাকে তাড়াতাড়ি ভিক্ষে দিয়ে বিদায় করার ভঙ্গী আমি কখনও ভুলবো না। কেন আমি আমার অতি দুঃখের দিনেও তোমার কাছে হাত পাতিনি, এই হ'ল তার একমাত্র কারণ। যদিও আমি বেশ জানি, আমার সন্তান তোমারও সন্তান কিনা মনে মনে এ সন্দেহ থাকলেও তুমি আমাকে সব রকম সাহায্যই করতে। তুমি আমার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ক'রে দিতে, আর দিতে অর্থ—প্রচুর অর্থ। কিন্তু তোমার সেই দানের মধ্যে থাকতো একটা মুখোস-পরা অধৈর্য্য; আপদ বিদায় করবার একটা গোপন কামনা। আমি এ কথাও বিশ্বাস করি যে তুমি হয়ত আমাকে আমার গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করবার উপদেশও দিতে। এই ভয়ই ছিল আমার সব চাইতে বেশী, কারণ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন কাজ আমি করতে পারতাম না, হয়ত আমাকে সেই কাজই করতে হতো। কিন্তু ওই সন্তানইতো ছিল আমার যথাসর্ব্বস্ব। ওযে তোমারই

সন্তান! আমার দেহে ওযে তোমারই পুনর্জ্জন্ম! যে তুমি উচ্ছল আনন্দময়—তার পুনর্জ্জন্ম নয়; তাকে ধরে রাখবার আমার সাহস নেই। তাই তুমি তোমার রক্তমাংসের মধ্য দিয়ে আমার রক্ত-মাংসের মধ্যে নিজেকে দান করেছিলে, সে আমার সারা জীবনের সম্বল। আমি অনুভব করতাম তোমারই রক্তস্রোত আমার শিরা উপশিরা দিয়া বইছে। আমার দেহের মধ্যে বন্দী সেই তোমাকে আমি আদর করতাম, অলিঙ্গন করতাম—চুমো খেতাম। সেই জন্যেই আমি খুব খুসী হয়েছিলাম—যখন জানতে পেরেছিলাম যে তোমার সন্তান আমার গর্ভে এসেছে। তাই আমি সব কথা তোমার কাছে গোপন রেখেছিলাম। আর তো তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না, এবার থেকে চিরকালের জন্য তুমি যে আমার হ'য়ে গেলে!

কিন্তু আমার প্রথম জীবনের মত এর পরের মাসগুলো প্রতীক্ষার স্বপ্নে কাটতে লাগলো, একথা যেন তুমি মনে করোনা। দুঃখে আর যত্নে মানুষের নীচতার প্রতি অপরিসীম ঘৃণায় আমার দিন কাটতে লাগলো। জগতের সমস্ত জিনিষই আমার কাছে বেশ কঠিন হ'য়ে উঠলো। পরের মাসগুলোতে আমি আর কাজ কর্ম্মও করতে পারতাম না। পাছে আমার বাবার আত্মীয়স্বজনেরা আমার শারীরিক অবস্থা লক্ষ্য করে বাড়ীতে খবর পাঠান। মায়ের কাছেও আমি কোনরকম অর্থ সাহায্য চাইনি। কাজেই প্রসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি আমার গয়না বিক্রী ক'রে যাহোক ক'রে দিন চালাতে লাগলাম। প্রসবের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমার অবশিষ্ট যা কিছু ছিল তা আমার ধোপানি চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়াতে আমাকে বাধ্য হ'য়ে মেয়েদের প্রসূতি হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হ'ল। ওই ছেলে—

তোমারই ছেলে—সেই সমাজপরিত্যক্ত, জাতিচ্যুত হতভাগিনী নারীদের দুঃখ দৈন্যের উন্মাদাগারে জন্ম লাভ করলো। ওঃ! কী ভয়ানক স্থান! যে দিকে চাই সবই অদ্ভুত, সবই অজানা। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে অপরিচিত ছিলাম। সেই ভীষণ একাকীত্বের মাঝখানে শুয়ে আমরা পরস্পরের প্রতি ঘৃণায়, দুঃখে, লজ্জায় অস্থির হয়ে উঠতাম, শুধু এক হতাম দারিদ্র্য এবং দুঃখের গভীরতায়। উঃ, কী ভীষণ স্থান! চারিদিকে শুধু ক্লোরোফর্ম্ম আর রক্তের গন্ধ···চীৎকার আর যন্ত্রণার চাপা কান্না...। এখানে বিছানায় যে শুয়ে থাকে সে একটুক্‌রো স্পন্দমান মাংসখণ্ড মাত্র; ছাত্রদের গভীর অনুধাবনের সামগ্রী······

এই সব কথা বলার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো! আর আমি কখনও এসব কথা তোমাকে শোনাবো না। এগারো বছর আমি চুপ করে ছিলাম; আর শীগ্‌গিরই চিরদিনের মত চুপ ক'রে যাবো। কিন্তু একবার—অন্ততঃ একবার আমাকে চীৎকার ক'রে বলতে দাও যে ওই ছেলে আমার জীবনের কী পরমতম আনন্দের মাঝে জন্মগ্রহণ করেছিল; আমার রঙিন কামনা ওই ছেলে যে এখন আর বেঁচে নেই। আমি সব ভুলেছিলাম, তার হাসিতে আর কণ্ঠস্বরে আমি গত জীবনের সমস্ত দুঃখই ভুলতে পেরেছিলাম। আমি আবার সুখী হয়েছিলাম। আজ যখন সে মরে গেছে তখন আবার—আবার অতীতদিনের দুঃখরাশি একটি একটি ক'রে মনের মধ্যে জেগে উঠছে। আমাকে তার ভাষা দিতেই হবে; বলবোই আমি সে কথা। কিন্তু তোমাকে আমি অপরাধী করবো না; এর জন্ম দায়ী শুধু ঈশ্বর—যে ঈশ্বর আমার এই অর্থহীন

দুঃখের কারণ—তাকেই আমি দায়ী করবো। আমি পৃথিবীতে যা করেছি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, জন্ম জন্ম আমি তা করতে প্রস্তুত—একবার নয় অনেকবার।

আমাদের ছেলেটি কাল মারা গেছে। হায়! তুমি তাকে চিনতে না! তার ছোট্ট একটুখানি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কখনও তোমার পরিচয় ঘটেনি,—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তার ওপর তোমার চোখ পড়েনি! সে জন্মাবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি নিজেকে তোমার দৃষ্টি থেকে আড়াল ক'রে রেখেছিলাম। তোমাকে না দেখার কষ্ট আমার অনেকখানি কমে গিয়েছিল। সত্যি, অনুরাগের প্রগাঢ়তা যেন মন্দীভূত হ'য়ে এসেছিল—আর যেন তত কষ্ট আমার হতো না,—কারণ আমি সন্তান পেয়েছিলাম। নিজেকে—তোমার আর ছেলের মধ্যে ভাগ ক'রে দিতে আমি চাইনি; কারণ তুমি সুখী, তুমি স্বাধীন, আমাকে না হ'লেও অবাধে তোমার দিন কাটবে, কিন্তু ওই ছেলে যে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে,—তাকে আমার পালন করতে হবে। ওকে আমি ইচ্ছে করলে চুমোও খেতে পারি, বুকে চেপেও ধরতে পারি! তোমার অদর্শনের ক্ষত আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে যেন শুকিয়ে আসছিল! নতুন ক'রে তুমি যখন আমার মধ্যে জন্মলাভ করলে,—তুমি যখন একান্তরূপে আমারই হ'য়ে গেলে—তখন আমি যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেলাম। তোমার বাড়ীর দিকে আর আমার মন তেমনভাবে ছুটে যেতো না। কেবল মাত্র একটি কাজ আমি নিয়মিত করতাম তাতে আমার ভুল হ'ত না;—তা হচ্ছে এই যে—তোমার প্রত্যেক জন্মদিনে আমি তোমাকে এক গুচ্ছ শাদা গোলাপ ফুল পাঠাতাম—যেমন শাদা

গোলাপ তুমি আমাকে আমাদের প্রথম মিলন রাত্রির শেষে উপহার দিয়েছিলে! গত দশ এগার বৎসরে একবারও কি তুমি ভেবেছো, একবারও কি তুমি নিজেকে জিগ্যেস করেছো—কে এই গোলাপ পাঠায়? একটি বালিকাকে এই রকম গোলাপ উপহার দেওয়ার কথা একদিনও কি তোমার মনে পড়েছে? এ সব কথা আমি জানি না—কোনদিন জানবোও না। বাহিবিশ্বের অন্ধকার থেকে সেগুলো পাঠানই ছিল আমার পক্ষে যথেষ্ট। বৎসরে মাত্র একবার আমাদের সেই প্রথম মিলন-স্মৃতির পুনরাবৃত্তির পক্ষে—এই যথেষ্ট!

তুমি আমাদের ছেলেটিকে চিনতে না! তোমার কাছ থেকে তাকে লুকিয়ে রাখার জন্য আজ আমি নিজেকে দোষ দিই, তার কারণ কী জানি তুমিও তো তাকে ভালবাসতে পারতে! তার হাসি তো তুমি দেখলে না! সে যখন সকাল বেলায় প্রথম ঘুম থেকে জেগে উঠে তার সেই অবিকল তোমার মত গাঢ় কালো দুটি চোখ মেলে আনন্দোজ্জ্বল মুখে আমার দিকে আর পৃথিবীর দিকে চেয়ে হাসতো তার তখনকার হাসিতো তুমি দেখলে না। ঠিক তোমারই ভারমুক্ত হৃদয়—আর তোমারই মত নিয়তপরিবর্ত্তন চিন্তাশীলতা—সে পেয়েছিল, অবশ্যি শিশুর পক্ষে যতটা পাওয়া সম্ভব। সে তার খেলনা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে কাটিতে দিত, যেমন তুমি সময় কাটাও জীবন নিয়ে খেলা করে! তারপরই সে গম্ভীর হ'য়ে তার পাঠ্যপুস্তকের দিকে মন দিত। সে তো তুমিই পুনর্জ্জন্ম নিয়েছিলে আমার দেহে! খেলা করবার যে উন্মাদনা তোমার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যটুকু ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল তার মধ্যে। যতই তার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিস্ফুট হ'তে লাগলো, ততই আমি তাকে ভালবাসতে লাগলাম।

পড়া শুনায় সে খুবই ভাল ছিল। পড়া-পাখীর মত সে ফরাসী ভাষা বলতে পারতো, ক্লাসের মধ্যে বই খাতা পত্রের ব্যাপারে সে সব চাইতে অগোছালো ছিল! কী চমৎকার ছেলেই না সে ছিল! গরমের দিনে যখন গ্রাত্তোর সমুদ্রতীরে তাকে আমি বেড়াতে নিয়ে যেতাম, মেয়েরা দাঁড় করিয়ে তার সুন্দর চুল-গুলোতে একবার হাত বুলিয়ে যেত। গরমের দিনে যখন টোবোগ্যান চালিয়ে খেলা করতো, লোকে অবাক হয়ে তার দিকে ফিরে চেয়ে থাকতো। সে ছিল এমনি সুন্দর, এমনি ভদ্র আর এমনি সবার নয়নের মণি! গত বছর ও যখন বোর্ডার হ'য়ে কলেজে পড়তে গেল—তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভঙ্গীতে এক রকম পোষাক পরে আসতো,—তার কোমরবন্ধে গোঁজা থাকতো ছোট্ট একটা ছোরা। কী সুন্দরই না দেখাতো তখন ওকে! আর আজ—? আজ সে শুয়ে রয়েছে তার বিছানায়—বিবর্ণ দুখানি ঠোঁট,—হাত দুটি আড়াআড়ি ক'রে বুকের উপর রাখা……

তুমি হয়ত অবাক হয়ে ভাববে—কী ক'রে আমি ওকে এই বহু ব্যয়সাধ্য প্রতিপালন করতে পেরেছিলাম। কী করে ওকে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল আর আনন্দময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ক'রে তুলেছিলাম! আমার মত দরিদ্রার পক্ষে কী ক'রে, কেমন ক'রে তা সম্ভব হ'য়েছিল? শোন প্রিয়তম, আজ বিলুপ্তির অন্ধকার থেকে কথা বলছি। আজ আমি একটুও লজ্জা না ক'রে সেই কথা তোমাকে বলবো। আমার কাছ থেকে সরে যেও না।…আমি নিজকে বিক্রী করেছিলাম। যদিও রাস্তায় দাঁড়ানো সাধারণ বারবনিতা হইনি, তবু আমি নিজেকে

বিক্রী করেছিলাম। আমার বন্ধু আর প্রণয়ীরা সকলেই ছিল খুব বড়লোক। প্রথমে আমি তাদের খুঁজে বার করেছিলাম। কিন্তু পরে তারাই আমাকে খুঁজে বার করতে লাগল। কারণ আমি খুব সুন্দরী ছিলাম—(তুমি কখন কি তা লক্ষ্য করেছ ?)। যাকে যাকে আমি দেহ দান করেছিলাম তারা প্রত্যেকেই ছিল আমার অনুরাগী। তারা সকলেই হয়ে পড়েছিল আমার গুণ-মুগ্ধ ভক্ত। তারা সকলেই আমাকে ভালবাসতো ; শুধু আমি যাকে ভালবাসতাম—সেই তুমি আমাকে ভালবাসতে না !

আমি যা করেছিলাম—এ কথা বলার পর তুমি কি আমাকে ঘৃণা করবে ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তা তুমি করবে না ! আমি জানি তুমি আমার সব কথা বুঝতে পারবে ; বুঝতে পারবে যে আমি যা করেছি সে তোমারই জন্য তোমার দ্বিতীয় সত্তার জন্য…তোমারই ছেলের জন্য। হাঁসপাতালে থাকতে আমি—দারিদ্র্যের ভীষণতা অনুভব করেছিলাম। আমি বুঝতে পেরে ছিলাম—দরিদ্রের পৃথিবীতে যারা হয় পদদলিত, সব আগে মরে তারাই। এই চিন্তা আমি সহ্য করতে পারতাম না যে তোমার ছেলে—তোমার ওই সুন্দর ছেলে কদর্য্য পথের কলুষিত জীবনযাত্রার অন্তলস্পর্শতার মধ্যে মানুষ হয়ে উঠবে। তার সেই পাতলা পাতলা দুখানি ঠোঁট দিয়ে সে উচ্চারণ করবে নর্দ্দমার ভাষা ! তার চমৎকার গায়ের রং নষ্ট হয়ে যাবে—দরিদ্রের পুরু আর খস্‌খসে পোষাকের আবরণে ! তোমার ছেলের জন্য চাই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, চাই বৈভব, চাই বিলাস। সে তার জীবন ভ'রে তোমারই পদরেখা অনুসরণ করবে,—তোমার জীবনযাপন প্রণালী হবে তারও জীবনযাপন প্রণালী।

কেন আমি নিজেকে বিক্রী করেছিলাম, এই হ'ল তার কারণ। এ আমার কাছে খুব বড় ব্যাপার কিছু নয়, কারণ মান-অপমানের প্রচলিত নীতিবাক্যের সমস্ত অর্থই আমার জীবনে অর্থহীন। আমার দেহ ছিল তোমারই জন্য উৎসর্গীকৃত, তুমিই যখন আমায় ভালবাসলে না—তখন সেই দেহ দিয়ে আমি কি করলাম, কি দরকার আর সে খবরে? আমার বন্ধুদের সুগভীর প্রেম, তাদের অনুরাগ-স্পর্শ, তাদের আলিঙ্গন, কিছুই আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ লাভ করতো না। অথচ তারা আমাকে অনেক দয়া করেছে। তারা আমাকে আদর করেছে আর ধ্বংস করেছে। তারা আমাকে দিয়েছে প্রচুর অর্থ। তাদের মধ্যে ছিলেন একজন বিপত্নীক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সমাজে যাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নেই, তিনি তোমার ছেলের কলেজে নমিনেশনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে তাকে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে মেয়ের মত ভালবাসতেন, এবং তাঁকে বিয়ে করবার জন্য তিনি আমাকে তিন চারবার সানুনয় নিবেদন জানিয়েছিলেন। আজকে আমি ইচ্ছে করলে কাউণ্টেস্ হতে পারতাম—টিরলের সুদৃশ্য একটি প্রাসাদের অধিকারিণী! এই দারিদ্র্য-পঙ্কিল জীবন থেকে আমি অনায়াসেই নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতে পারতাম। তোমার ছেলে পেতো একটি পরম স্নেহশীল পিতা—আর আমি পেতাম একটি শান্ত, সম্ভ্রান্ত, হৃদয়বান্ স্বামী। কিন্তু আমি কেবলই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে লাগলাম এবং বুঝতে পারলাম এতে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। জানি, হয়ত আমি চরম বোকামী করেছি। কারণ সেদিন যদি আমি তাঁকে ধরা দিতাম তবে হয়ত আজ কোথাও নিভৃত আর নিরাপদ জীবনের অধিকারিণী হতে পারতাম এবং হয়ত ওই ছেলেকেও আজ আমি বাঁচিয়ে রাখতে

পারতাম। কিন্তু আমার এই প্রত্যাখ্যানের কারণ তোমাকে বলি শোন। আমি চাইনি অমন ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে। আমি চেয়েছিলাম মুক্ত থাকতে—তোমারই জন্য মুক্ত থাকতে আমি চেয়েছিলাম। আমার অন্তরের অন্তরতম গভীরে—আমার মনের অবচেতনায়—আমি কেবলই স্বপ্ন দেখতাম—আমার সেই শিশু-কালের স্বপ্ন। হয়ত একদিন তুমি আমাকে তোমার পাশে ডাকবে, হোক না তা' এক ঘণ্টার জন্য! সেই এক ঘণ্টার সম্ভাবনার স্বপ্নে আমি দুহাতে সব প্রত্যাখ্যান করতে লাগলাম। শুধু এই জন্য যে তুমি যখন আমায় ডাকবে তখন যেন তৎক্ষণাৎ আমি সাড়া দিতে পারি! আমার জীবনে নারীত্বের প্রথম জাগরণের পর, শুধু প্রতীক্ষা ছাড়া আর আমার কি ছিল? তোমার খেয়াল-খুসীর দিকে অনির্ব্বাণ দৃষ্টি মেলে আমি যে শুধু প্রতীক্ষাই করলাম প্রিয়তম!

শেষের দিকে সেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্ত এলো, তুমি কিন্তু তা জানতেও পারলে না! সেই মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে চিনতেও পারলে না! তারপর বহুবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কনসার্টে, থিয়েটারে, এবং আরও অনেক জায়গায়। প্রত্যেকবারই আমার বুক আনন্দে নেচে উঠেছে আর প্রত্যেক-বারই তুমি আমাকে লক্ষ্য না ক'রে পাশ কাটিয়ে গেছো! বাইরের চেহারায় অবিশ্যি আমার অনেক বদল হয়েছিলো। সেই শান্ত ভীরু কিশোরী মেয়েটি হয়ে গেছে পূর্ণ যুবতী (অবিশ্যি লোকে বলে)। চমৎকার দামী পোষাক তার পরণে, অজস্র স্তাবক তার চার পাশে। কি করে তুমি আমাকে চিনবে? যাকে তুমি তোমার শয়ন কক্ষের আধো আলোতে লজ্জাশীলা

কুণ্ঠিতা বালিকা বলে জানতে? কখনও কখনও আমার কোন সঙ্গী তোমাকে অভিনন্দন জানালে, তুমি তাকে প্রত্যভিনন্দনের সময় আমার দিকে আড় চোখে চাইতে; কিন্তু সে দৃষ্টি অপরিচিতের দৃষ্টি, সে দৃষ্টি অনেক দূরের, আমাকে চিনতে পারার স্বীকৃতি থাকতো না তার মধ্যে! একদিন—আমার বেশ মনে পড়ে,—তোমার এই চিনতে না পারা—যা আমার গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল--আমার পক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল। আমি আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে অপেরার একটি বক্সে বসেছিলাম, তুমি ছিলে তার পরের বক্সটায়। আলোগুলো নিভে যাওয়ার পর নাটক আরম্ভ হ'ল। আমি তোমার মুখ দেখতে না পেলেও—আমার অত্যন্ত কাছে তোমার নিঃশ্বাস অনুভব করছিলাম। তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যে দিন আমি রাত কাটিয়েছিলাম—সে দিনের নিঃশ্বাসের মত সেই নিঃশ্বাস! মখমলে মোড়া দুই বক্সের ব্যবধানের মাঝখানে তোমার হাতখানি রাখা ছিল। অদম্য ইচ্ছা হচ্ছিল নুয়ে পড়ে ওই হাতখানার ওপরে ছোট্ট একটি চুমো খাই, যে হাতের মধুর স্পর্শ আমার মজ্জায় মজ্জায়। অরকেষ্ট্রার গণ্ডোগোলে সেই ইচ্ছা আমার ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো। কোন রকমে আমি নিজেকে সম্বরণ করতে লাগলাম, ওই প্রিয় হাত খানির ওপর আমার অধর স্পর্শ করানোর অদম্য ইচ্ছা থেকে আমি কোন রকমে নিজেকে বিরত রাখলাম। প্রথম অঙ্কের শেষে আমি আমার বন্ধুকে সেখান থেকে চলে আসবার কথা বললাম। অন্ধকারে তুমি আমার ঠিক পাশটিতে বসে থাকবে এত কাছে অথচ এত দূরে—এ আমি সহ্য করতে পারবো না!

কিন্তু আর একবারের জন্য সেই মুহূর্ত্ত এল আমার জীবনে, মাত্র আর একবারের জন্য। ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র বছর খানেক আগে তোমার জন্ম দিনের পরদিনে। তোমার প্রত্যেকটি জন্মদিনকে আমি আমার জীবনের উৎসবের দিন বলে মনে করতাম। ভোরবেলায় আমি শাদা গোলাপ কিনতে বেরিয়ে গেলাম। যে শাদা গোলাপ গুচ্ছ তোমার জন্মদিনে আমি তোমাকে উপহার পাঠাই—আমার জীবনের পরম মূল্যবান অথচ তোমার জীবনের কোন একটি বিস্মৃত মুহূর্ত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। বিকেল বেলায় ছেলেকে নিয়ে আমি খুব খানিকটা মোটরে ক'রে ঘুরে এলাম—তারপর একসঙ্গে চা খেলাম। আমি চেয়েছিলাম এই দিনটিকে সে তার যৌবনের একটি বিশেষ রহস্যময় উৎসবের দিন বলে জেনে রাখুক। পরদিন কাটলো ব্রূণের ধনী ব্যবসায়ী একটা যুবক বন্ধুর সঙ্গে। গত দুবছর থেকে তার সঙ্গে আমার খুব মেশামেশি ছিল। সে আমাকে ভয়ানক ভালবাসতো এবং সেও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি কেন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তা সে বুঝতে পারেনি কিন্তু সে বহু রকম দামী উপহারের অজস্রতায় আমাকে আর আমার ছেলেকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। আমি তাকে ভালবাসতাম, ভালবাসতাম তার ওই নির্ব্বোধ দাসসুলভ আনুগত্যের জন্য। সেদিন আমরা দুজনে একসঙ্গে কন্সার্টে গেলাম—সেখানে হঠাৎ একদল সঙ্গী পেয়ে গেলাম। রিংষ্ট্রাসীর একটি রেস্তোঁরাতে আমরা সেদিন নৈশ ভোজন শেষ করলাম। হাসি, গান, গল্পের মধ্যে আমি প্রস্তাব করলাম সকলকে কোন একটি ড্যান্সিং হলে যেতে। যদিও এ সব জায়গা আমি মোটেই পছন্দ করতাম না, কারণ আনন্দ

যেখানে কেবলমাত্র নেশার অভিব্যক্তি, আমার সেখানে ঘৃণা বোধ করতো, সেই জন্যই আমি তাদের সঙ্গে কদাচিৎ মিশতাম। কিন্তু সে দিন যেন আমার কি হয়েছিল, আমর মনে হচ্ছিল কিছু যেন একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। দলের প্রত্যেকেই আমার খেয়াল খুশী মেনে চলতে প্রস্তুত ছিল। আমরা ড্যান্সিং হলে পৌঁছে শ্যাম্পেন খেলাম। একটা অননুভূত আনন্দের বন্যায় আমি যেন ভেসে গেলাম। কেবলই গ্লাসের পর গ্লাস সুরা উদবস্থ ক'রতে লাগলাম। কোরাসে যোগ দিলাম; এবং নাচতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে হ'ল একখানি তুহিনশীতল অথবা অগ্নিময় হাত আমাকে স্পর্শ করেছে। চেয়ে দেখি পরের টেবিলটায় জন কয়েক বন্ধুর সঙ্গে তুমি বসে আছো, আর আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তোমার চোখে ফুটে উঠেছে প্রশংসা আর কামনার দৃষ্টি,—যে চাহনি চিরটা কাল আমাকে রোমাঞ্চিত ক'রে তুলেছে। গত দশবৎসরের মধ্যে আজ আবার প্রথম তুমি—আমার দিকে চাইলে—সমস্ত অন্তরের সুপ্ত কামনা—আজ তোমার চোখে উঠেছে। আমি কেঁপে উঠলাম, আমার হাত এত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল যে আর একটু হ'লেই মদের গ্লাসটা আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল আর কি! ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গীরা আমার এই অবস্থাটা লক্ষ্য করেনি, তারা সেই হাসি গোলমাল আর গানের মধ্যে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

তোমার দৃষ্টি ক্রমেই উত্তপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগলো—আর সে দৃষ্টি যেন আমার সমস্ত চৈতন্যে আগুন ধরিয়ে দিল। আমি ভাল ক'রে বুঝতে পারলাম না তুমি সত্যই কি আমায় চিনতে

পেয়েছ, না অপরিচিতা সুন্দরী জেনে তোমার কামনা জেগে উঠেছে। আমার গাল দুটি লাল হ'য়ে উঠলো, আমার কথা বার্ত্তা গোলমেলে হয়ে গেল। আমার ওপর তোমার দৃষ্টির প্রভাব নিশ্চয়ই তুমি লক্ষ্য করেছিলে! তাই তুমি মাথা নেড়ে আমাকে পাশের ঘরটিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য যেতে ইঙ্গিত করলে। তুমি উঠে দাঁড়িয়ে তোমার বিল চুকিয়ে দিয়ে—বন্ধুদের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলে—এবং আবার আমাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে যে পাশের ঘরে তুমি অপেক্ষা করবে! থর থর করে আমি কাঁপতে লাগলাম। কেউ কোন কথা জিগ্যেস করলে আমি উত্তর দিতে পারছিলাম না, শরীরের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করছে। এই সময় হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল। একটি নিগ্রোদম্পতী হলে ঢুকে খুব সোরগোল করে নাচ গান আরম্ভ ক'রে দিলে। তাদের চীৎকারে সকলেই মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। সেই অবসরে আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবং বন্ধুকে 'এখুনি আসছি' বলে তোমার পিছু নিলাম।

বারান্দায় তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে। আমাকে আসতে দেখে তোমার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তোমার ঠোঁটের কোনে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো, তুমি তাড়াতাড়ি আমার কাছে এগিয়ে এলে। পরিষ্কার বোঝা গেল তুমি আমায় চিনতে পারোনি। আবার আমি তোমার কাছে নতুন একটি সঙ্গিনী। "আমার সঙ্গে কাটাবার মত ঘণ্টাখানেক সময় কি তোমার আছে"? তোমার স্বরে ছিল নিশ্চয়তা,—তার মানে যে সব মেয়েকে যে কোন লোক এক রাত্রির জন্য কিনতে পারে—আমি তাদেরই একজন এই তুমি ধরে নিয়েছিলে।

'হ্যাঁ' আমি বললাম। সেই কম্পিত অথচ সানন্দ সম্মতিসূচক হ্যাঁ—যা তুমি আমার ছেলেবেলায় দশ বছর আগে একটি অন্ধকার রাস্তার প্রান্তে দাঁড়িয়ে শুনেছিলে। "তাহলে কখন আমাদের দেখা হ'তে পারে বল?"—তুমি বললে। "যখন তোমার ইচ্ছা"—আমি উত্তর দিলাম। কারণ তোমার সম্বন্ধে আমার কোন রকম লজ্জা দেখা দিত না। তুমি যেন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে আমার দিকে চাইলে। দশ বছর আগে আমার সহজ স্বীকৃতি শুনে তোমার চোখে মুখে যে সামান্য সন্দেহযুক্ত কৌতুক ফুটে উঠেছিল, তোমার আজকের চাওয়াতেও তার আভাস দিল। এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত ক'রে জিগ্যেস করলে—"এখন যাবে?" "বেশ তো! এখনই চল" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম।

পোষাকের ঘর থেকে গায়ের কাপড়খানা আনতে গিয়ে মনে হ'ল ব্রুণের সেই বন্ধুর কাছে আছে তার টিকিট। তার কাছে ফিরে গিয়ে এখন টিকিটখানা চাওয়াও যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি অসম্ভব অনেকদিনের প্রতীক্ষিত আজকের এই মুহূর্ত্তকে অস্বীকার করা। তখনি আমি মন ঠিক ক'রে ফেললাম। গায়ের শালখানা ভাল ক'রে জড়িয়ে নিয়ে তোমার সঙ্গে সেই রহস্যময় রাত্রির বুকে নেমে পড়লাম, সম্মানহীন মেয়ের মত। কেবল যে গাত্রাবরণের অভাবেই সম্মানহীন তা' নয়—যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি গত কয়েক বৎসর যাবত বাস করছি—তার জন্যও বটে। যার প্রিয়া একজন অপরিচিত পথিকের সামান্য ইসারায় তাকে ছেড়ে ঘর থেকে চলে যায়—তাকে আজ সকলে কী লজ্জাই না দেবে! মনে মনে একথা আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে একজন সহৃদয় বন্ধুর প্রতি আমি কী ঘৃণিত ও অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করছি! আমি

জানি—আমার আজকের এই উন্মত্ত মূর্খতার জন্য সে চিরদিনের জন্য আমার জীবন থেকে সরে যাবে—আমি জীবন নিয়ে একটা বিরাট ধ্বংসের সঙ্গে খেলা করছি। কিন্তু যাক বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বন্ধুত্ব—হোক্‌গে আমার জীবন ধ্বংস,—আবার তো আমি তোমার ওষ্ঠস্পর্শ পাবো—আবার শুনবো দুইকাণ ভরে তোমার মধুর গলার স্বর।......আজ সে সবই শেষ হ'য়ে গেছে। তবু আমার মনে হয়—আজও যদি তুমি আমার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকো,—তা'হলে আজও বোধ হয় তোমার ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমি আমার দেহের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে উঠে দাঁড়াতে পারি।

দরজার কাছেই একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল,—সেটাতে চেপে আমরা তোমার ঘরে গেলাম। চিরকাল যেমন হ'য়ে এসেছে, আজও ঠিক তেমনি আমি আনন্দে আর উল্লাসে উন্মাদ হ'য়ে উঠলাম। আমি তোমাকে বর্ণনা ক'রে বোঝাতে পারবো না—দশ বছর আগের সেই হারাণো ঘটনাকে ফিরে পেয়ে কী হচ্ছিল আমার মনের মধ্যে। সুপরিচিত সিঁড়ি দিয়ে আমরা দুজনে একসঙ্গে ওপরে উঠতে লাগলাম। আমার সমস্ত জীবন মরণ যে তোমারই হাতে! তোমার ঘরের সামান্য একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। কতকগুলো নতুন ছবি টাঙ্গানো হয়েছে,—অনেকগুলো বই বেড়েছে আর একটা কি দুটো আসবাব পত্র বেড়েছে। কিন্তু সব জড়িয়ে তার প্রাচীন চেহারাটির একটুও বদল হয়নি। ফুলদানির ওপর আমারই দেওয়া গোলাপ—আমারই গোলাপ—কাল আমি যা তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। এই ফুল সেই মেয়ের এক মুহূর্ত্তের স্মৃতির উপহার,—যাকে তুমি ভুলে গিয়েছ,—যাকে তুমি চিনতে পারো না,—এমন কি আজ যখন সে তোমার এত কাছে

এসে দাঁড়িয়েছে,—তুমি হাত দিয়ে তার হাত ধরেছ,—তোমার ঠোঁট তার ঠোঁটের ওপর—হায়! তখনও তুমি তাকে চিনতে পারছো না! তোমার টেবিলে আমার ফুল—আমাকে সান্ত্বনা দিল। ওই ফুল আমার প্রেমের সুরভিত নিঃশ্বাস!

তুমি আমাকে তোমার বাহু বন্ধনে জড়িয়ে নিলে। আবার আমার জীবনের আর একটি মহিমময় রাত্রি আমি তোমার সঙ্গে যাপন করলাম। তবুও তুমি আমায় চিনতে পারলে না। তোমার আলিঙ্গনের মাঝে আমি যখন কেঁপে কেঁপে উঠছিলাম,—তখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে তোমার প্রেম পত্নী আর উপপত্নীর ব্যবধান স্বীকার করে না। তোমার প্রেম আপনাতে আপনি তন্ময়। আমাকে যে মুহূর্ত্তে তুমি ডান্সিং হল থেকে কুড়িয়ে আনলে সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তুমি আমার প্রতি সদয় আর কর্ত্তব্যপরায়ণ হ'য়ে উঠলে। তুমি আমার সঙ্গে আল্‌গা ব্যবহার করোনি,—তুমি ছিলে জীবনের উত্তাপে পরিপূর্ণ! গভীর সুখে আচ্ছন্ন হয়ে আবার তোমার দ্বি-সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করলাম। কামের সঙ্গে নিষ্কাম প্রেমের এমন অপরূপ আধ্যাত্মিক সমন্বয় ঘটেছে তোমার মধ্যে—যা আমার ছেলেবেলা থেকে আমাকে তোমার দাসী ক'রে রেখেছে। মুহূর্ত্তের মধুচক্রে এমন ভাবে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে তোমার আগে কোন পুরুষকে আমি দেখিনি! মিলন-মুহূর্ত্তে নিজেকে এমন ভাবে দান করে—তার পর মুহূর্ত্তেই একটি অসীম ও অমানুষিক বিস্মৃতির কোলে ঢলে পড়তে দেখিনি এর আগে কোন মানুষকে। কিন্তু আমিও নিজেকে ভুলে গিয়েছিলাম। কে এই আমি; যে আমি আজ অন্ধকারের মধ্যে তোমার পাশে শুয়ে আছি? একি সেই আমি, যে ছিল অতীত দিনের একটি

অপাপবিদ্ধা বালিকা? যে তোমার সন্তানের জননী? আজ রাতে আমি কি একটি বিদেশিনী মেয়ে ছাড়া আর কেউ না? আজকের এই রাত্রি আমার কত পরিচিত অথচ কত নতুন? ভগবান! ভগবান। আজকের এই আনন্দকে তুমি শাশ্বত কর!

কিন্তু হায়! তবুও সকাল হ'ল। আমাদের উঠতে দেরী হয়েছিল,—তুমি আমাকে প্রাতরাশ খেয়ে যেতে বললে। আগে থেকেই কার যেন দুখানি অদৃশ্য হাত ঘরের মধ্যে চা পরিবেশন ক'রে গিয়েছিল,—চা খেতে খেতে আমরা শান্তভাবে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলাম। প্রাচীন দিনের মতই আন্তরিক সারল্যমণ্ডিত তোমার ব্যবহার,—সাদাসিদে প্রশ্ন,—আমার সম্বন্ধে সামান্যতম ঔৎসুক্যবিহীন জিজ্ঞাসাবাদ। আমার নাম কিম্বা আমি কোথায় থাকি, তাও তুমি জিগ্যেস করলে না! ঠিক আগের মতই আমি তোমার কাছে হ'য়ে রইলাম—একটি দাম-দেওয়া দুঃসাহস, একটি নামহীনা নারী, একটি সুনিবিড় মুহূর্ত্ত, যাবার সময় যা পদচিহ্ন রেখে যায় না। তুমি বললে শীগ্‌গির তুমি দু তিনমাসের জন্য উত্তর আফ্রিকায় বেড়াতে যাচ্ছ। এই সংবাদে আমার মন ভেঙ্গে গেল। "অতীত, অতীত, অতীত আর বিস্মৃত।" আমার ইচ্ছে হ'ল তোমার পায়ের তলায় আছড়ে পড়ে বলি—"ওগো, আমাকে তুমি সঙ্গে নাও! তাহ'লে হয়ত তুমি আমায় চিনতে পারবে।" কিন্তু আমি ভীরু, অসহায় আর দুর্ব্বল! তাই আমি শুধু বলতে পারলাম—"কী দুঃখের বিষয়!" তুমি সামান্য একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললে, "সত্যিই কি তুমি দুঃখিত হচ্ছো?" এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে স্থির ভাবে তোমার দিকে চেয়ে বললাম, "আমি যে মানুষটিকে ভালবাসি—সে চিরকালই

বিদেশে থাকতে ভালবাসে।" আমি সোজা তোমার চোখের দিকে চেয়ে থাকলাম। "এইবার—এইবার" মনে মনে বললাম, "এইবার তুমি আমায় চিনতে পারবে।" তুমি শুধু সামান্য হেসে সান্ত্বনার স্বরে বললে—"একদিন না একদিন সে ফিরে আসবেই।" আমি বললাম—"হ্যাঁ, ফিরে আসবে, কিন্তু আর একজন তখন বিস্মৃত হ'য়ে যাবে।"

আমার গলার স্বরে কি ছিল জানি না, কিন্তু দেখলাম তুমি বিচলিত হয়ে পড়েছ। তুমিও উঠে দাঁড়ালে, তারপর দুই হাতে আমার কাঁধ ধরে শান্তভাবে বললে—"ভাল জিনিষকে কখনও ভোলা যায় না, এবং আমিও তোমাকে ভুলবো না।" তোমার দুটি চোখ দিয়ে তুমি যেন আমাকে পড়বার চেষ্টা করছো, আমার চেহারা যেন তুমি মনের মধ্যে এঁকে নেবার চেষ্টা করছো! তোমার দৃষ্টির এই প্রখরতা দেখে মনে হ'ল আমার সম্বন্ধে তোমার অন্ধত্ব বোধ হয় এবার ঘুচলো। "ও আমায় চিনতে পারবে—ও আমায় চিনতে পারবে" এই প্রত্যাশার সম্ভাবনায় আমার অন্তরাত্মা কাঁপতে লাগলো।

কিন্তু তুমি আমায় চিনতে পারলে না! না, তুমি আমায় চিনতে পারলে না। আমি তোমার কাছে সেই অপরিচিতা বিদেশিনীই র'য়ে গেলাম। তুমি আবার আমাকে চুমো খেলে—গভীর প্রেমের সঙ্গে চুমো খেলে। আমার চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে গিয়েছিল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেগুলো ঠিক ক'রে নিতে নিতে আমি আয়নার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম—ওঃ! দেখতে পেয়ে আমি লজ্জায় আর ভয়ে যেন মরে গেলাম। আমি দেখলাম চুপি চুপি তুমি দুখানা ব্যাঙ্কনোট আমার হস্তাবরণের ভেতর ফেলে দিচ্ছ! কোন রকমে আমি আমার কান্নাকে ঠেকিয়ে রাখলাম, কোনরকম

ক'রে ঠেকিয়ে রাখলাম তোমার গালে ঠাস করে চড় মারবার অদম্য ইচ্ছাকে। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে রাত্রিবাস করার দাম দিচ্ছো! আমাকে দিচ্ছ দাম—যে তোমাকে তার বালিকা বয়স থেকে ভালবাসে! তুমি দাম দিচ্ছ তাকে যে তোমারই সন্তানের জননী! না না আমি বুঝতে পেরেছি—আমি তোমার কাছে একটি সাধারণ বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি আমাকে ভুলে যাবে এটা খুব বেশী কিছু নয়। তুমি আমাকে দাম দেবে আর দাম দিয়ে আমাকে ছোট করবে!

অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল মনের মধ্যে, যত শীগ্‌গির এখান থেকে পালাতে পারি সেইজন্যে আমি প্রস্তুত হ'য়ে নিয়ে আমার টুপিটার খোঁজে চারদিকে চাইতে লাগলাম। লিখবার টেবিলের উপর, শাদা গোলাপ—আমারই দেওয়া গোলাপে ভরা ফুলদানিটার কাছে সেটা রয়েছে। তোমার স্মৃতিকে জাগ্রত করবার জন্য আর একবার শেষ চেষ্টা করলাম—"ওই শাদা গোলাপগুলির একটি আমায় দেবে?" "নিশ্চয়!" ফুলদানি থেকে সব ফুল তুলে এনে তুমি আমার হাতে দিলে। "—কিন্তু বোধ হয় এমন কোন মেয়ে ওগুলো তোমায় পাঠিয়েছে—যে তোমাকে ভালবাসে?" "হ'তে পারে" তুমি উত্তর দিলে, "আমি জানি না। এ ফুলগুলো আমাকে একজন উপহার পাঠিয়েছে কিন্তু কে পাঠিয়েছে আমি জানি না। সেই জন্যই এ ফুলগুলোকে আমি এত ভালবাসি।" স্থির ভাবে তোমার মুখে চেয়ে আমি জবাব দিলাম—"হয়ত এগুলো এমন একটি মেয়ে পাঠিয়েছে—যাকে আজ তোমার মনে নেই!"

তুমি এই কথায় অবাক হ'লে! আমি আরও স্থিরভাবে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার সে দৃষ্টি বোধ হয় আর্ত্তনাদ

ক'রে বলছিল—"চেনো গো আমায় চেনো। এই শেষবার তুমি আমাকে চেনো। কিন্তু হায়! তোমার হাসিতে আন্তরিকতা থাকলেও পরিচিতি ছিল না। তুমি আবার আমাকে চুমো খেলে—কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারলে না!

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দু চোখ জলে ভ'রে উঠছিল, সে জল আমি তোমাকে দেখাতে চাই না। দরজা দিয়ে বেরোবার সময় তোমার বুড়ো চাকর জনের সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল। সে ধীরে ধীরে আমার জন্য সদর দরজা খুলে ধরলো। এই পালাবার মুহূর্তে যেই আমি জলভরা চোখে তার দিকে চেয়েছি, অমনি সেই বৃদ্ধের মুখের ওপর একটা যেন আলো খেলে গেল। আমি তোমাকে বলছি—সে আমায় চিনতে পেরে-ছিল, যে ছেলেবেলার পর আর একটা দিনও আমায় দেখেনি সেও আমায় চিনতে পেরেছিল! ও যে আমায় চিনতে পেরেছে এই আনন্দে ইচ্ছা হচ্ছিল ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে—ওর হাত দুটিতে একবার চুমো খাই। হস্তাবরণ থেকে তাড়াতাড়ি সেই নোট দুটো বের করলাম—যে নোট দিয়ে তুমি আজ আমায় চাবুক মেরেছ, সেই নোট দুখানি তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। এই মুহূর্তে সে আমায় যতখানি চিনলো, তুমি বোধ হয় সারা জীবনেও আমাকে ততখানি চিনতে পারোনি। প্রত্যেকে—প্রত্যেকে চেয়েছিল আমাকে নষ্ট করতে—ধ্বংস করতে। প্রত্যেকেই আমাকে দয়া দিয়ে ভ'রে দিয়েছিল। শুধু তুমি—কেবল তুমিই আমাকে ভুলে গিয়েছিলে! তুমি—কেবল তুমিই আমায় চিনতে পারোনি!

আমার ছেলে—আমাদের ছেলেটি কাল মারা গেছে। ভাল-বাসবো এমন আর আমার কেউ নেই। এই বিশাল পৃথিবীতে শুধু

তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই। কিন্তু তুমিই বা আমার কে? তুমি কখনও—কখনও আমায় চিনলে না; তুমি আমায় অতিক্রম ক'রে চলে গেলে—যেমন ক'রে লোকে ঝরণা অতিক্রম করে। তুমি আমাকে মাড়িয়ে গেলে যেমন ক'রে লোকে পাথর মাড়িয়ে যায়। আমাকে অনন্তকালের জন্ত প্রতীক্ষা করতে বলে তুমি চলে গেলে তোমার নিজের পথ বেয়ে। আমি মনে করেছিলাম—তোমাকে বুঝি আমি ধরতে পেরেছি—তোমার ছেলের মধ্য দিয়ে! কিন্তু সেও ছিল তোমারই ছেলে। গত রাত্রিতে সে জোর করে নিষ্ঠুরভাবে আমার হাত ছিনিয়ে চলে গেছে তার মহা পথ যাত্রায়। সেও আমাকে ভুলে গেছে—সেও আর ফিরে আসবে না—আমি জানি। আবার আমি একা,—কিন্তু আগের চাইতে এবার কত বেশী একা! তোমার কাছ থেকে কি আমি কিছুই পেলাম না? না সন্তান, না সান্ত্বনা, না চিঠি, এমন কি তোমার স্মৃতিতে স্থানও না? যদি কেউ তোমার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করে,—তবে তোমার কাছে সে নাম হবে একটি অপরিচিতার নাম! তাহ'লে মরাই কি আমার পক্ষে পরম সুখের বিষয় নয়—যখন আমি আগেই মরে গেছি তোমার মনে? তুমিই যখন আমার কাছ থেকে চলে গেছ—তখন আমিও চলে যাই!

হে প্রিয়তম! আমি তোমায় অপরাধী করছি না। আমি তোমার আনন্দময় জীবন যাত্রাকে চাই না আমার নিজের দুঃখ দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে! ভয় করোনা,—আমি আর কোন-দিন তোমায় কষ্ট দেবোনা। আমাদের ছেলে আজ বিছানায় মরে পড়ে আছে—এই সময় আমার অনন্তকালের কান্না জড়ানো হৃদয়ের আকুল স্বীকৃতিকে একবারের জন্ত তুমি স্বীকার কর! মাত্র এই

একবার আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব। তারপর আমি চলে যাব সুগভীর বিস্মৃতির অতল-স্পর্শতায় চিরদিনের মত তলিয়ে নির্ব্বাক-মৌন-মূক…! শুধু আমি যখন মরে যাবো—তখনই তুমি এই লিপি পাবে,—সকলের চেয়ে যে তোমাকে বেশী ভালবেসেছিল; যাকে তুমি কোন দিন চিনতে চাওনি—যে চিরকাল তোমার অনুমতির অপেক্ষা করেছে অথচ তোমার অনুমতি পায়নি—তারই লিপি। হয়ত—হয়ত এই চিঠি পাবার পর তুমি আমাকে ডেকে পাঠাবে; এবং জীবনে সেই দিন—প্রথম দিন আমি তোমার অবাধ্য হবো,—কারণ মৃত্যুর মহানিদ্রা থেকে আমি তো তোমার সে ডাক শুনতে পাবো না! আমার কোন ছবি কি চিহ্ন আমি তোমার জন্য রেখে যাবো না, যেমন তুমি আমার জন্য কিছু রাখোনি; চিরকালের জন্য আর তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আমার জীবনের এই হচ্ছে বিধিলিপি, এবং মৃত্যুর পরেও এই ভাগ্য আমার বলবৎ থাকবে। আমার এই শেষ মুহূর্ত্তে তোমার প্রতি আমার কোন অনুরোধ নেই। কেবল আমার নাম আর চেহারা সম্বন্ধে তোমাকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রেখে আমি চলে যাব। মরাই আমার পক্ষে সহজ, দূরে থেকে তুমি তা বুঝতে পারবে না। কারণ আমার মৃত্যু যদি তোমার মনে বেদনা দিত—তাহ'লে তো আমি মরতে পারতাম না।

আর আমি লিখতে পারছি না। মাথা ভারী হ'য়ে উঠেছে—সমস্ত শরীর টন টন করছে। আমার জ্বর এসেছে, এবার গিয়ে শুয়ে পড়ি। বোধ হয় শীগ্‌গিরই সব শেষ হ'য়ে যাবে,—বোধ হয়—এই প্রথমবার ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হবে,—আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য—বোধ হয় আর আমাকে চোখ মেলে দেখতে হ'ল না! ……কিন্তু আর পারছি না লিখতে! বিদায়—হে প্রিয়—হে প্রিয়তম—বিদায়!

আমার সমস্ত জীবনের ধন্যবাদ গ্রহণ কর। যা ঘটেছে, ভালোর জন্যই ঘটেছে। আমার শেষ নিঃশ্বাসের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি যে আমার সব কথা তোমাকে বলতে পেরেছি এর জন্য আমার খুসীর অন্ত নেই। এইবার তুমি জানতে পারবে, যদিও বুঝতে পারবে না—আমি তোমায় কত ভাল বেসেছিলাম! আমার প্রেম কোনদিন তোমার কাঁধে বোঝা হয়ে চাপেনি! এই আমার সান্ত্বনা যে আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি। এরজন্য তোমার সুন্দর আর উজ্জ্বল জীবন যাত্রার কিছুই পরিবর্ত্তন হবে না। প্রিয়তম,—আমার মৃত্যু তোমার কোন ক্ষতি করবে না, মৃত্যুকালে এইতো আমার সান্ত্বনা!

কিন্তু কে—ওগো কে আর তোমার জন্মদিনে তোমাকে শাদা গোলাপ উপহার পাঠাবে? ফুলদানি যে শূন্য থাকবে তোমার? আমার প্রেমের যে সুরভিত নিঃশ্বাস—বৎসরান্তে একবার তোমার ঘরে নিঃশ্বসিত হতো কে আর তা পাঠাবে? আমার একটি শেষ অনুরোধ আছে তোমার কাছে! আমার জীবনের প্রথম আর শেষ অনুরোধ। আমার জন্য এই কাজটী তুমি কোরো। তোমার প্রত্যেকটি জন্মদিনে—যেদিন মানুষ কেবলি নিজের কথা চিন্তা করে—সেদিন কিছু শাদা গোলাপ কিনে এনে তোমার ওই ফুলদানিতে রেখো। প্রিয়ার মৃত্যু তিথিতে প্রার্থনা উচ্চারণ করার মত তুমিও তাই করো। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, আমি চাই না যে আমার জন্য কোন প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারিত হোক। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি ভালবাসিনি। আমি শুধু তোমাতে বিশ্বাস করি। আমি শুধু তোমার মধ্যে বছরে একদিন ক'রে বাঁচতে চাই—মাত্র একদিন—শান্তভাবে, স্তব্ধভাবে,—জীবিতকালে যেমন আমি তোমার কাছে বাস ক'রে এসেছি। দয়া ক'রে এইটুকু কোরো, হে প্রিয়—দয়া ক'রে এইটুকু

কোরো,……এই আমার প্রথম অনুরোধ……আর এই আমার শেষ……ধন্যবাদ……ওগো ধন্যবাদ তোমাকে……ভালবাসি…… ভালবাসি…আমি তোমাকে ভালবাসি…বিদায়.. বন্ধু…বিদায়… ..

* * *

ঔপন্যাসিকের অবশ হাত থেকে চিঠিখানা খসে পড়ে গেল। অনেক ক্ষণ ধরে তিনি চুপ ক'রে চিন্তা করতে লাগলেন। হ্যাঁ…প্রতিবেশীদের একটি শিশু….. একটি কিশোরী .. একটি যুবতী মেয়েকে তিনি ড্যান্সিং হলে……না সমস্তই অস্পষ্ট আর এলোমেলো, দ্রুত প্রবহমান স্রোতের দুই তীরস্থ আকারবিহীন ঝাপসা দৃশ্যের মত। একটির পর একটি ছায়া তাঁর মনের মধ্যে যাওয়া আসা করতে লাগলো—কিন্তু কোনটিই একটি সুস্পষ্ট রূপ নিচ্ছে না। অনুভূতির জগতে তোলপাড় করছে স্মৃতি কিন্তু কিছুতেই তিনি মনে করতে পারছেন না। তাঁর মনে হ'ল—তিনি যেন স্বপ্নে এদের দেখেছেন—তারা সবাই স্বপ্নলোকচারী ছায়ার ন্যায়। তাঁর চোখ গিয়ে পড়লো লিখবার টেবিলের উপর নীল রঙের ফুলদানিটার ওপর। হ্যাঁ আজ সেটা শূন্যই রয়েছে বটে। গত অনেকগুলো জন্মতিথিতে একদিনের জন্যও সেটা এমন খালি থাকেনি। তিনি থর থর করে কেঁপে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল যেন তাঁর চোখের সামনে কোন একটি অদৃশ্য দরজা খুলে গেছে—আর তার ভেতর দিয়ে ব'য়ে আসছে যেন অন্য জগতের একটা হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস ঝির ঝির করে, তাঁর এই নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে। জীবনে এই প্রথম তিনি যেন মৃত্যুর ডাক শুনতে পেলেন আর তার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুহীন প্রেমের আহ্বান। কিছু যেন একটা তাঁর মধ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে। মনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো মৃতা মেয়েটির চিন্তা অশরীরি আর অনুরাগময়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত……